বৃন্দাবন-বিলাস।

(গীতি-নাট্য)

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।]

শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ,

প্রণীত।

কলিকাতা।

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

সন ১৩১০ সাল, ২২শে পৌষ।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

কলিকাতা,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"

শ্রীতারিণীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

যাঁহাদের চির-মধুর পদাবলী এই গীতিনাট্যের মেরুদণ্ড,

যাঁহাদের আরাধ্য ধন ইহার প্রাণ,

সেই মহাজনদিগের

পদপ্রান্তে

ইহা ভক্তিসহকারে

রক্ষিত হইল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামতারণ সান্ন্যাস ও প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মোহিতলাল গোস্বামী মহোদয়দ্বয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই গ্রন্থসন্নিবিষ্ট গীতিগুলিতে সুর সংযোগ করিয়াছেন।

পাত্রপাত্রীগণ।

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ।

নারদ, নন্দ, আয়ান, সুবল, বলরাম, রাখালবালকগণ,
ও টহলদারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

শ্রীরাধিকা।

যশোদা, জটিলা, কুটিলা, বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা,
সখীগণ ও প্রতিবেশিনীগণ ইত্যাদি।

---

৭ পৃঃ ১৯ পং 'কিহে' ও 'কিরে' স্থলে 'কিয়ে' হইবে এবং ৩৩ পৃঃ ৮ পং ক্ষীণ ধামা স্থলে হিমধামা হইবে।

বৃন্দাবন-বিলাস।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নারদ।

গীত।

আরে সে মোহন যমুনার কূল,
আরে সে কেলি কদম্ব-মূল, আরে সে ফুটল বিবিধ ফুল,
আরে সে শারদ যামিনী।
ভমরা ভ্রমরী করত রাব, পিক কুহু কুহু করত গাব,
সঙ্গিনী-রঙ্গিণী মধুর বোলনী
বিবিধ রাগ গায়নী॥
বয়সে কিশোর মোহন ঠাম, নিরখি মুরছি পড়ত কাম,
সজল-জলদ শ্যাম ধাম,
পিঙল বসন দামিনী।
ধবল শ্যামল কালিম গোরী, বিবিধ বসন বনি কিশোরী,
নাচত গায়ত রস বিভোরি,
সবহুঁ বরজ কামিনী॥

নারদ। কই, কোথায় তুমি প্রেমময়? পীতধড়া, মোহন-চূড়া, হাতে মুরলী নিয়ে তুমি যে মধুর বৃন্দাবনের বনে বনে বিচরণ ক'র্‌তে এসেছ! কই কোথায় তুমি? জগতে প্রেম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, ভাগ্যবান্ মানবের ঘরে ঘরে প্রেমভাব প্রকাশের জন্য তুমি যে বালকমূর্ত্তিতে গোকুলে বিহার ক'র্‌ছ, লীলাময়! তাহ'লে কোথায় তুমি? এত অনুসন্ধান ক'র্‌ছি, তথাপি তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন? কি অপরাধে দেখ্‌তে পাচ্ছি না? বৃন্দাবন! রাধারমণ-পদরজ-স্পর্শে মর্ত্তের বৈকুণ্ঠধাম বৃন্দাবন! কোকিল কুহরিত, কেলিকদম্ব-শোভিত আবেগময়ী গোপাঙ্গনার অঙ্গতাড়িত হিল্লোলে আবেগময়ী যমুনার তরঙ্গ-বিলসিত বৃন্দাবন! তুমি কত দূরে?

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। ঠাকুর প্রণাম হই।

নারদ। এই যে—এই যে বৃন্দা! আমি তোমাকেই অনুসন্ধান ক'র্‌ছিলুম্।

বৃন্দা। দাসীর ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন কেন হ'ল জান্‌তে পারি কি?

নারদ। অবশ্য জান্‌বে। তোমাকে জানাবার জন্যই এসেছি। শুধু তোমার ভাগ্য নয় বৃন্দারাণী! এতে আমার ভাগ্যও বিজড়িত আছে। আমি জগতের সমস্ত তীর্থদর্শন করবার সঙ্কল্প ক'রে ভ্রমণে বহির্গত হ'য়েছিলুম্। কিন্তু দুঃখের কথা ব'লব কি বৃন্দারাণী, বুঝি আমাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হ'তে হ'ল।

বৃন্দা। এ যে নূতন কথা শুনলুম্ ঠাকুর!—আপনাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তে হ'ল!

নারদ। আর নূতন কথা! মিথ্যা নয় বৃন্দা। সব তীর্থ দেখে এলুম, কেবল একটী তীর্থ দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বৃন্দা। সে তীর্থ কি এত দূরে?

নারদ। দূরে কি নিকটে, সম্মুখে কি অন্তরালে, তাতো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। যতই অগ্রসর হ'চ্ছি, ততই বোধ হ'চ্ছে যেন আর একটু হ'লেই পাই। চ'ল্‌তেও ছাড়্‌ছি না, কিন্তু পেয়েও পাচ্ছি না।

বৃন্দা। এই ব্রজধামে এসেও আপনার তীর্থভ্রমণ শেষ হ'ল না?

নারদ। প্রথমে মনে ক'র্‌লুম্, বুঝি শেষ হ'ল। কিন্তু প্রবেশ ক'রে আকাঙ্ক্ষা মিট্‌ল না। মনটা ব'ল্‌ছে আরও যেন একটু এগুতে হবে। কিন্তু সে একটু যে কোন্‌দিকে তা ঠাওর ক'র্‌তে পার্‌ছি না। তাই তোমার অনুসন্ধান ক'র্‌ছিলুম।

বৃন্দা। আমি পথ ব'লে দেব, তবে আপনি যাবেন!

নারদ। নিরুপায়—করি কি! বুড়ো—ভীমরতি হ'য়েছি। চক্ষেও বড় ঠাওর হয় না। তার ওপর একটু জ্ঞানাভিমান কেমন ক'রে যে চক্ষের উপর একটু কালিমা মাখিয়ে দিয়েছে যে, স্পষ্ট দেখ্‌তে গেলেও ঝাপ্‌সা ঠেকে। আর জানই ত চাল্‌শে ধরা চোক—দূর থেকে বরং একটু নজর হয়, কিন্তু কাছে এসে হাতড়াতে হয়, অক্ষর ঠাওর হয় না।

বৃন্দা। বেশ, তাহ'লে খানিকটে এই দিকে যান। ব্রজদুলালের ঘর দেখ্‌তে পাবেন।

নারদ। না বৃন্দা, ওদিকে আমার সুবিধা হবে না। ও ননী-চুরি ভাঁড় ভাঙ্গাভাঙ্গি আমি দেখ্‌তে চাই না।

বৃন্দা। বেশ, তবে এদিকে।

নারদ। এদিকে কি ?

বৃন্দা। কেন, গোচারণের মাঠ।

নারদ। বাপ্! ওদিকে কি ভদ্রলোকে যায়। ছুঁদে রাখালে ছোঁড়ারা, আর যত গোকুলের ষাঁড়। শেষকালটায় কি অপ-ঘাতে ম'র্‌ব !

বৃন্দা। বেশ, তাহ'লে গোবর্দ্ধন দেখে আসুন।

নারদ। না বৃন্দা, সে দিকেও নয়। গোবর্দ্ধন গিরির এখন গোড়া আল্‌গা। যে দিন থেকে তোমার ব্রজদুলাল গোবর্দ্ধন ধারণ ক'রেছেন, সেই দিন থেকেই গিরিবর টলমল ক'র্‌ছেন। কাছে গেলেই চাপা প'ড়্‌ব।

বৃন্দা। তবেই ত গোল বাধালেন ঠাকুর। আপনার বাদ-বাকী তীর্থটি পাই কোথা !

নারদ। দেখ বৃন্দারাণী খুঁজে দেখ।

বৃন্দা। ভাল, যমুনা-তীর।

নারদ। যমুনা ত তোমার এখন একটানা। একটানা যমুনায় পা ফস্‌কে প'ড়ে শেষকালে কি আঘাটায় গিয়ে ম'র্‌ব।

বৃন্দা। ভাল, যমুনা যদি উজান বয় ?

নারদ। তাহ'লে এখনি গিয়ে সেই যমুনায় ঝাঁপ দিই। দেখাও বৃন্দা সেই তটভূমি—সেই তমালতালী-বনরাজি-শোভিত অরণ্য। যে অরণ্যের প্রান্তবাহিনী যমুনা থেকে থেকে আনন্দহিল্লোলে উর্দ্ধমুখে ছুটে আসে, সেই তীর্থটী দেখিয়ে

আমার তীর্থভ্রমণ সফল কর। বৃন্দারাণী আমায় বৃন্দাবন দেখাও।—

"যেই বৃন্দাবনে সকলি নূতন সকলি আনন্দময়।
যেই বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে মিলিত হইয়া রয়॥
যেই বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে তরুলতা চারিপাশে।
যেই বৃন্দাবনে কিশোর কিশোরী শ্রীরূপমঞ্জরী সাথে॥
যেই বৃন্দাবনে রস উপজয়ে সুধার জনম তায়।
যেই বৃন্দাবনে বিকচ কমল ভ্রমরা পশিছে তায়॥"

বৃন্দারাণী! আমাকে সেই বৃন্দাবন দেখাও।

বৃন্দা। তবেই ত গোল বাধালেন ঠাকুর! সে বনের পথে যে এখন বড়ই কাঁটা।

নারদ। সে কি!

বৃন্দা। শ্রীমতী যে এখন পরহস্তগত। আপনার ব্রজদুলা-লের হাতছাড়া। দুঃখে মা নন্দরাণীর কাছে তিনি নাড়ুগোপাল হ'য়ে আছেন। আর মনের দুঃখে ব্রজগোপীদের ঘরে ঢুকে ভাঁড় ভাঙ্গছেন আর ননী চুরি ক'রছেন। সে তীর্থদর্শন বড়ই কঠিন কথা। অম্লরস চান ত ভাঙ্গা দধিভাণ্ডের অন্বেষণ করুন। কটুরস চান ত গোচারণের মাঠে যান। রাখাল বালকেরা পাঁচন বাড়ীর সাহায্যে আপনাকে পিট ভরে খাইয়ে দেবে। মধুর রস—সেটী আর হ'চ্ছেনা। সে গুড়ে বালি। রসের কুম্ভটী আয়ানঘোষ দখল ক'রে ব'সেছেন। ওদিক পানে চাইলে আয়া-নের লাঠি।

নারদ। বটে!

বৃন্দা। হাঁ প্রভু! কিশোরী এখন মাধবের স্বকীয়া কিশোরী

নেই। রাধারাণী এখন পরকীয়া। সংসারের পাঁকে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

নারদ। তাতে আর কি হ'য়েছে? বৃন্দা তুমি রাধামাধবের মিলন সংঘটন কর। সংসারে নব-বৃন্দাবনের সৃষ্টি কর।

বৃন্দা। আপনি ত ব'ল্লেন ঠাকুর, কিন্তু ব্যাপার কি সহজ?

নারদ। শক্তটা যে কি তাতো আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা।

বৃন্দা। শক্ত কি সহজ, তা আপনাকে কি ক'রে বোঝাব প্রভু! আপনার অবস্থা আর শ্রীমতীর অবস্থা এ দুই অবস্থার কি তুলনা হয়! সংসারে আপনি আপনাকে মাত্র সঙ্গী ক'রে হরি ভজন ক'রেছেন। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, মায়া মমতায় জড়াবার একটীও প্রাণী নেই! কাজেই ভগবান ভিন্ন আপনার কে আছে? নাম ক'র্‌তে ভগবান, চিন্তা ক'র্‌তে ভগবান। কাঁদ্‌তে ভগবানের নাম, হাস্‌তে ভগবানের নাম। সুখ দুঃখের দুটো কথা ক'ইতে ভগবান হ'লেন সঙ্গী, দুটো গাল দিতে প্রয়োজন হ'লে ভগবান হ'লেন শ্রোতা। কেউ বাধা দিতে নেই, কেউ টান্‌তে নেই, কেউ ভাবাতে নেই, কেউ কাঁদাতে নেই। সংসারী জীবের কৃষ্ণভজন যে কত কঠিন, তা আপনি বুঝবেন কি! দুষ্টা শ্বাশুড়ী, মুখরা ননদী, দুরন্ত স্বামী—লোকলাজ, ভয়, মান, কলঙ্ক-গুরুগঞ্জনা। কিশোরীর এখন যা অবস্থা, এ অবস্থায় প'ড়ে কখন যদি কৃষ্ণ ভজতে চেষ্টা ক'র্‌তেন, তা'হলে বুঝতেন ব্যাপারটা কি!

নারদ। তা বটে! সেটা যে কি ব্যাপার, তা বুঝতে ত আমার ক্ষমতা নাই। তাহ'লে কি হবে বৃন্দা? আমার তীর্থ-

ভ্রমণ কি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে? শ্রীরাধামাধবের মিলন কি দেখতে পাব না?

বৃন্দা। তবে দিন একবার পদধূলি। দেখি কতদূর কি কি ক'রে উঠ্‌তে পারি।

নারদ। আশীর্ব্বাদ করি বৃন্দা, তুমি সফলকামা হও। তোমার রচিত উদ্যানের পুষ্পগন্ধে ধরণী ভরে যাক। দেখে শুনে আঘ্রাণে অনুভবে আমি জীবন সার্থক করি।

বৃন্দা। আপনিও তাহ'লে এক কাজ করুন। ব্রজদুলালকে ঘরের বার করুন।

নারদ। আমি এখনি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। গীত।

রতিরণরঙ্গভূমি বৃন্দাবন।
রণ-বাজন পিক-তান।
চ'ড়ল মনোরথে, দোসর মনোমথে,
পরিমলে অলিক প্রয়াণ।
দেখ রাধামাধব মেলি।
দুহুঁক চপল চকিত নাহি সমুঝিয়ে,
কিহে কলহ কিরে কেলি॥
জর জর চন্দন কর কুচ কঞ্চুক,
বিপুল পুলক ফুলবাণ।

দুঁহু নূপুর ধ্বনি দুঁহু মণি কিঙ্কিণী,
কঙ্কণ বলয় নিশান।
দুঁহু ভুজপাশ জড়ি দুঁহু জন বন্ধন,
অধর সুধা করু পান।
আকুল বসন চিকুর শিখীচন্দ্রক গোবিন্দ দাস রসপান ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

নেপথ্যে দেবদেবীগণ— গীত।

চাঁচর চিকুর, চূড়োপরি চন্দ্রক,
গুঞ্জা মঞ্জুল মাল।
পরিমল-মিলিত, ভ্রমরী-কুল আকুল,
সুন্দর বকুল গুলাল ॥

বনমে আওয়ে হো নন্দলাল।

মনমথ-মথন, ভাঙ যুগ ভঙ্গিম,
কুবলয় নয়ন বিশাল ॥
বিম্বাধর'পরি, মোহন-মুরলী ধর,
পঞ্চম বয়ই রসাল।
গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর,
শ্যামল তরুণ তমাল ॥

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মা! মা! কই মা, কোথা মা!

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। একি গোপাল! একি বাপ! ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে এলি কেন? কেঁদে উঠলি কেন? এখনও ত সকাল হ'তে দেরি আছে।

কৃষ্ণ। মা! মা! ওরা কারা মা?

যশোদা। কই কারা, বাপ গোপাল!

কৃষ্ণ। ওইযে এসেছিল, ওইযে আমাকে কি ব'লে গেল।

যশোদা। সেকি বাপ! কেউত আসেনি, কেউত যায়নি, কেউত কিছু বলেনি।

কৃষ্ণ। এই যে এলো মা, এই যে ব'ল্লে মা!

যশোদা। ওকি গোপাল! ওকি ব'লছিস বাপ!

কৃষ্ণ। মা! মা! দেখেছিস, দেখেছিস?

যশোদা। কি—কি?

কৃষ্ণ। ওই যে দেখ্না। ওই ধীরসমীরে যমুনাতীরে—একা আকাশ পানে চেয়ে নতুন মেঘে চোক রেখে ও কে মা!

যশোদা। গোপাল, গোপাল!

কৃষ্ণ। মা, দেখ্—দেখ্—আবার দেখ্—

যশোদা। ওমা মঙ্গলচণ্ডী কি ক'র্‌লে মা! গোপাল আমার এমন করে কেন মা? গোপাল! গোপাল!

কৃষ্ণ। কেন মা!

যশোদা। ওকি ব'ল্‌ছিস বাপ!

কৃষ্ণ। কই!—আমি?—কি ব'ল্‌ছি!

যশোদা। কিছু বলিস্‌নি ত! তা'হলে চল্ বাপ্—এখনও সূর্য্য ওঠেনি, ঘুমুবি চল্।

কৃষ্ণ। আমি ত ঘুমুচ্ছিলুম, তুই আমায় ডাক্‌লি কেন?

যশোদা। ভুলে ডেকে ফেলিছি বাবা!

কৃষ্ণ। এমনধারা ভুল্‌বি কেন।

যশোদা। আর ভুল্‌বোনা বাবা! এবার থেকে আর ভুল্‌বো না। তুমি ঘুমুলে আর ডেকে তুল্‌বো না।

কৃষ্ণ। হাঁ মা, সুবল এখনও এলোনা কেন?

যশোদা। এখনও সকাল হয়নি ত বাবা, সকাল হ'লেই আস্‌বে।

কৃষ্ণ। তা হাঁ মা, ওরা গরু চরাতে যায়, তা আমি যাইনা কেন?

যশোদা। কই, কারা যায়?

কৃষ্ণ। কেন, দাদা যায়, শ্রীদাম যায়, সুদাম যায়।

যশোদা। ওরা বড় হ'য়েছে, তাই যায়। তুমি যে এখনও দুধের ছেলে নীলমণি! কই, সুবল কি যায়? যখন বড় হবে তখন যাবে।

কৃষ্ণ। আমি কবে বড় হব মা?

যশোদা। সে পুরুত ঠাকুর পাঁজি দেখে শুনে গেঁথে ব'লে দেবে। ধন আমার, যাদু আমার, নীলমণি আমার, কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে উঠেছ, অসুখ ক'র্‌বে। এখন একটু ঘুমুবে চল।—ওমা মঙ্গলচণ্ডী! ছেলে আমার ঘুম থেকে উঠে অমন ক'রে উঠ্‌ল কেন মা? মা! বাছার সব আপদ বালাই দূর ক'রে দাও। তোমার ষোড়শোপচারে পূজা দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দ। একজন একজন ক'রে গোপালের সকল সঙ্গীই গোচারণ কার্য্যে নিযুক্ত হ'ল। গোপালকে ত আর না পাঠালে কিছুতেই চলে না। আর না পাঠালে যে লোকে নিন্দা হবে। কিন্তু কেমন ক'রে পাঠাই। যশোমতী কি এরূপ কার্য্যে সহজে সম্মতি দেবে! আমিই বা গোপালকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌বো। বড়ই বিপদ।—যশোমতী!

(যশোমতীর প্রবেশ)

যশো। কেও গোপরাজ! আস্তে কথা কও। গোপাল আমার সবে চক্ষু বুজেছে। কিছু দরকার আছে কি?

নন্দ। দরকার অন্য কিছু নয়। ব'ল্‌তে এসেছিলুম কি—পুরোহিত মহাশয় আজ প্রভাতে এসেছেন। এসে ব'ল্‌ছেন যে আজ বড়ই শুভদিন। গোপালের গোচারণ যোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হয়, এই সময় একটু স্বস্তেন শান্তি ক'রে গোপালের হাতে পাঁচন বাড়ী দিলে ভাল হয় না?

যশো। দিতে হয় দাও না। আমি কি গোপালকে ধ'রে রেখেছি?

নন্দ। আহা রাগো কেন? কথার কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি বইত নয়। পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়।

যশো। আমি ত আর পাঁচ জনের ধার ক'রে খাইনে যে, পাঁচ কথা ক'ইবে।

নন্দ। পুরুতঠাকুর ব'ল্‌ছিলেন, যে সময়ের যা সেটা না ক'র্‌লে ছেলের অকল্যাণ হয়।

যশো। ছেলের যদি অকল্যাণ হয়, তবে পুরুত ঠাকুর র'য়েছেন কি ক'র্‌তে? তবে তাঁর স্বস্তেন শান্তির জোর কি?

নন্দ। বটেই ত!

যশো। কচি দুধের ছেলে, এখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেঁদে ওঠে।

নন্দ। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—ও কথা একেবারেই ছেড়ে দাও।

যশো। একদণ্ড মাকে না দেখ্‌লে অন্ধকার দেখে—সেই ছেলেকে তুমি গোঠে পাঠাতে চাও?

(বলাই, শ্রীকৃষ্ণ ও রাখাল বালকগণ।)

গীত।

ওমা নন্দরাণী!
কানাইরে দিয়ে দাও সাথে।
পরাইয়ে দেহ ধড়া, চরণে নূপুর বেড়া,
মন্ত্র পড়ি বাঁধ চূড়া মাথে॥
অলকা তিলকা ভালে, বনমালা দেহ গলে,
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম, সুবলাদি বলরাম,
আমরা দাঁড়ায়ে রাজপথে॥

(নারদের প্রবেশ)

গীত।

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গান রি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তপন তনয়া তীয়ে কেলি
ধবলী শাঙলি আওরি আওরি
ফুকরি চলত কান রি॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি
বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ্র গুঞ্জা হার
বদনে মদন ভান রি॥
আগম নিগম বেদসার
লীলায় করত গোঠ বিহার
সবহুঁ ভকত করত আশ
চরণে শরণ দান রি॥

যশো। ঠাকুর! মায়ের প্রাণ ত বুঝ্‌লেন না। তাই আমাকে কঠিন শাস্তিটে দিলেন।

নারদ। কি করি মা নন্দরাণী! তোমাদের মঙ্গলকামনা আমি চিরদিন ক'রে আস্‌ছি। এমন গোচারণ যোগ্য শুভদিন আর বহুকালের মধ্যে পাওয়া যাবে না দেখ্‌লুম, তাই গোপালকে আজকের দিনে পাঠাবার জন্যেই গোপরাজকে অনুরোধ ক'রলুম।

নন্দ। এমন শুভদিন যখন পাওয়া গেছে, তখন সেটা ছাড়া

আর কোনক্রমেই উচিত নয়। আর ত বেশি দিন ঘরে ধ'রে রাখ্‌তে পা'র্‌ব না।

যশো। বলাই বাপ্‌ কাছে এস—এই নাও তোমার হাতে আমার কানাইকে স‍ঁপে দিলুম।—

"দধি মন্থনকালে, সম্মুখে বসিয়া খেলে,
আঙ্গিনার বাহির না করি।
আঙ্গিনার বাহিরে, যদি গোপাল খেলা করে,
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি॥"

নারদ। নন্দরাণী! এখন কাঁদবার সময় নয়, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর।

যশো। "যাদু মোর নয়নের তারা।
কোলে থাকিতে কত, চমকি চমকি উঠি,
নয়ন নিমিখে হই হারা॥

তারে তুমি বনে নিয়ে যাও।
যারে পীড়াপীড়ি করি, দুগ্ধ পিয়াইতে নারি,
তারে তুমি গোঠেতে সাজাও॥
বসন ধরিয়া হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাথে,
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের ছেলে, বনে বিদায় দিয়ে,
দৈবে মারিবে বুঝি মায়॥"

নারদ। আর বিলম্ব ক'র্‌ছ কেন নন্দরাণী!

যশো। গোপাল একবার কাছে এস ত। (কৃষ্ণের মস্তকে ধান্যদূর্ব্বা দান)

"এ দুখানি রাঙ্গা পায়, ব্রহ্মা রাখিবেন তায়,
জানু রক্ষা কর দেবগণ।
কটিতট সুজঠর, রক্ষা কর যজ্ঞেশ্বর,
হৃদয় রাখুন নারায়ণ ॥
ভুজযুগ নখাঙ্গুলি, রক্ষা করুন বনমালী,
কণ্ঠমুখ রাখ দিনমণি।
মস্তক রাখুন শিব, পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব,
অধ ঊর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি ॥
জলে স্থলে গিরি বনে, রাখিবেন জনার্দ্দনে,
দশদিকে দশ দিকপাল।
যত শত্রু হোক মিত্র, রক্ষা ক'রুক সর্ব্বত্র,
নহে তুমি হও তার কাল ॥"

নারদ। তা হ'লে ভাই বলাই, কানাই ভাইটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে, আস্তে আস্তে পাইচারি ক'রতে ক'রতে এগিয়ে যাও।

যশো। "আমার শপথ লাগে, না ছুটো ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিয়ো ধেনু, পূরিও মোহন বেণু,
ঘরে ব'সে আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে যেও, সঙ্গ ছাড়া না হইও,
মাঠে বড় রিপুভয় আছে ॥

ক্ষুধা হ'লে চেয়ে খেয়ো, পথপানে চেয়ে যেয়ো,
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারো বোলে বড় ধেনু, ফিরাতে না যেয়ো কাণু,
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥"

এই বাবটের পথ ধ'রে, আয়ানের বাড়ীর ধার দিয়ে যাও। যমুনার ধারে ধারে গরু চরাও।

বল। গীত।

ভয় ক'রো না মা নন্দরাণী।
বেলি অবসান কালে, এনে দিব গোপালে,
তোর আগে শুন গো জননী ॥
স'পি দেহ মোর হাতে, আমি লয়ে যাব সাথে,
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
মোদের জীবন হ'তে, অধিক জানি যে গো,
জীবনের জীবন নীলমণি ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্রীরাধা ও কুটিলা।

কুটিলা। বলি হাঁ বউ! তোর আজ হ'ল কি?

রাধা। কিছুই হয়নি—হবে আবার কি?

কুটিলা। বিছানা থেকে উঠে অবধি মুখভার ক'রে ব'সে র'য়েছিস্। সাত ডাকে রা পাওয়া যায় না। কথায় কথায়

অন্যমনস্ক, তবু ব'ল্‌ছিস্‌ কিছু হয় নি। কেন, আমি কি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। আমায় এতই ন্যাকা ঠাওরালি?

রাধা। কি বুঝ্‌লে?

কুটিলা। আমি ত আর জান্‌ নই যে, তোমার পেটের ভেতর কি আছে জান্‌তে হবে। তুমি লীলাময়ী ধনী, তোমার দণ্ডে দণ্ডে লীলা। কে বাবু অত লীলা বুঝে বেড়ায়!

রাধা। তুমি ব'ল্লে ব'লে ব'ল্লুম।

কুটিলা। তা ব'ল্‌ব না ত কি তোমার ভয়ে চুপ ক'রে থাক্‌তে হবে? তা বুঝি আর নাই বুঝি, কিছু বলি আর নাই বলি—বউঠাকরুণ! একটু কম ক'রে কর।

রাধা। ক'রলুম কি?

কুটিলা। তা যাই কর, একটু কম। যে টুকু সয় সেই টুকু।

রাধা। ভ্যালা বিপদ—ক'রলুম কি?

কুটিলা। এ বয়সে অতটা বাড়াবাড়ী ভাল নয়। আমাদেরও অমন এককাল ছিলো। আমরাও এককালে স্বামী নিয়ে ঘর ক'রেছি। কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ী ক'রিনি।

রাধা। আমারই বা বাড়াবাড়ীটা কি দেখলে?

কুটিলা। আমাদেরও স্বামী মাঝে মাঝে বিদেশে যেতো। আমরাও অমন কত শ্রাবণের বাদ্‌লার রাত একলা কাটিয়েছি। কিন্তু সারাটা রাত বিছানায় প'ড়ে কখন অমন ছট্‌ফট্‌ করিনি। জাগবার সময় জেগেছি, বস্‌বার সময় ব'সেছি, ওঠ্‌বার সময় উঠেছি, আবার ঘুমুবার সময় ভোঁস্‌ ভোঁস্‌ ক'রে ঘুমিয়েছি। স্বামী কি চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়ী থাক্‌বে? বিদেশ যাবে না? তা তার জন্য অত বাড়াবাড়ী কেন? সারারাত ঘুম

নেই—চোক করঞ্চা! এ কিরে বাপু! দাদা কাল্‌কে মথুরা গেছে। বৃষ্টির জন্যে আস্‌তে পারেনি। আজ যেখানে থাক্‌ আস্‌বেই। তার জন্যে অত কেন?

রাধা। তুমি কি মনে ক'রেছ, তোমার দাদার জন্য আমি সারারাত বিছানায় প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রেছি?

কুটিলা। তা যার জন্যই কর, কিন্তু অতটা ক'রোনা। এরপর অতটা কেন—ওর কিছুই থাক্‌বে না।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। কিগো সই, ব'সে ব'সে হ'চ্ছে কি? আরে কেও কুটিলা ঠাকরুণ! তুমিও যে! ননদ ভাজে মুখোমুখি ক'রে সকাল-বেলায় কি এত গোপনীয় কথা হ'চ্ছে? আমরা বাইরের লোক কি শুন্‌তে পাই না?

কুটিলা। এই ব'সে ব'সে তুমিই না হয় সমস্ত শোনাটা এক-চেটে ক'রে নাও। দুঃখ কেন? আমি কেবল দুটো একটা ছুট্‌কো ফাউ কথা শুনে গেলুম বইত নয়। তুমি হ'চ্ছ তোমার সইয়ের অন্তরঙ্গ—সব কথা ত তোমারই শোন্‌বার অধিকার।

বৃন্দা। বেশ, তুমিও ত আমার পর নও। শুন্‌তে পাই ত তোমাকেও কিছু ভাগ দেওয়া যাবে। ব্যাপার কি সই?—ওমা! তাতো দেখিনি। একি সই! তোমার আজ এমন মূর্ত্তি কেন? মুখ এমন মলিন—চোখ দুটী লাল—যেন অন্যমনস্ক ভাব—কেন সই?

কুটিলা। কেন আর কি—এ বয়েসের রোগই ওই। আমরা আছি সংসারধর্ম্ম দেখ্‌তে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খেটে

ম'র্‌তে,—আর ওঁরা আছেন, কেবল অন্যমনস্ক হ'তে, আর চক্ষু দুটী লাল ক'রে ব'সে থাক্‌তে। কেমন গো ঠাকরুণ! এখন বিশ্বাস হ'ল? আমিই না হয় মন্দ,—পোড়া পাড়ার লোকে আমায় কেবল্ তোমাকে গঞ্জনা দিতেই দেখে। এবার ত আমি ব'লিনি।—বলি এখন উঠ্‌বে, না এম্‌নি ক'রে অভিমানে অঙ্গ ঢেলে দিন কাটিয়ে দেবে?

বৃন্দা। অভিমান! তাহ'লে সইয়ের আমার অভিমান আছে!

কুটিলা। অভিমান নেই! অঙ্গটুকু শুধু অভিমানেই গড়া। দাদা কাল্‌কে মথুরা গিয়েছে, বৃষ্টির জন্যে আস্‌তে পারে নি। তাই সইয়ের তোমার অভিমান। দাদা কাল রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ওঁর কাছে আসেন নি কেন, তাই মানময়ী মানসাগরে অঙ্গ ঢেলে ব'সে আছেন। বৃন্দা! বড় দুঃখু, ভালবাসাটা কেবল্ আমরাই দেখাতে পার্‌লুম না—মান করাটা আমরাই শিখ্‌লুম না।—কেবল দেখ্‌তে এসেছি, দেখেই গেলুম।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। বেশ, তুমি যাও, আমি সইকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। আ! রাঁড়ী গেলনা ত, যেন গায়ে বাতাস লাগ্‌লো।—যাক্—তার-পর ব্যাপার কি বল দেখি সখি! আজ তোমার একি ভাব বৃষভানুনন্দিনী!

রাধা। আগে দেখ, পাপ ননদী গেল কি না।

বৃন্দা। সে চ'লে গেছে।

রাধা। সই! আমি কি দেখ্‌লুম!

বৃন্দা। (স্বগত) এরই মধ্যে সখী কি দেখ্‌লে! কই দেখ্‌বার ত এখনও সময় হয় নি। এখনও ত শ্যামচাঁদ ঘর থেকে বার হয় নি। তা হ'লে সখী আমার দেখ্‌লে কি? (প্রকাশ্যে) কি দেখ্‌লে সখি?

রাধা। সই, প্রাণের সই, কাছে এস—চারিদিক দেখ। তুমি ছাড়া আর কেউ যেন না শোনে।

বৃন্দা। কেউ নেই—তুমি নিঃসঙ্কোচে বল।

রাধা। কাল রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।

বৃন্দা। স্বপ্ন!

রাধা। অদ্ভুত স্বপ্ন!— (সুরে)

"রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন,
ঝিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিদ্রা যাই মনের হরিষে॥

শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরী বোল,
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝি ঝিনিকি বাজে, ডাহুকী সে গরজে,
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥"

বৃন্দা। তার আর বিচিত্র কি? শ্রাবণের ধারায় জলবর্ষণ হ'য়েছে। গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন। গভীর রাত্রি। স্বামী দূরদেশে। এমন সময় রসময়ী তুমি গৃহের মধ্যে কোমল শয্যায় একা। তুমি যে বেছে বেছে মনের মতন স্বপ্ন দেখ্‌বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য স্বামীর স্বপ্নই দেখেছ?

রাধা। স্বামী!—কে আমার স্বামী—কোথা আমার স্বামী? আমিই বা কার?

(সুরে)

"মনের মরম কথা, তোমারে কহিযে হেথা,
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যেন, শ্যামল বরণ দেহ,
তাহা বিনু আর কারও নই॥"

বৃন্দা। বল কি!—এমন স্বপ্ন দেখেছ!

(সুরে)

রাধা। "মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ,
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত,
ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥

গীত।

রূপে গুণে রসসিন্ধু,
মুখছটা যেন ইন্দু,
মালতীর মালা দোলে গলে।
বসি মোর পদতলে,
পায়ে হাত দেয় ছলে,
"আমা কিন, বিকাইনু" ব'লে॥"

বৃন্দা। তারপর?

রাধা। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম তুমি কে? অমনি আমার কাণের কাছে কোথা থেকে কে এসে যেন ব'লে গেল—শ্যামসুন্দর।

বৃন্দা। ঠিক হ'য়েছে—আমিও যুগল মিলনের উপলক্ষ হব এই অহঙ্কারে ট'ল্‌তে ট'ল্‌তে যেমন রাইয়ের কাছে আস্‌ছিলুম, দর্পহারী তেমনি আমার দর্পচূর্ণ ক'রেছেন। রাইয়ের স্বপ্নাবস্থায় তার কাছে এসে, তার পায়ে আপনার সর্ব্বস্ব বিকিয়ে গেছেন। যুগযুগান্তরের এ মিলন। আমি তুচ্ছ রমণী—আমার এ অহঙ্কার কি সাজে?—তা বেশ ক'রেছ। স্বপ্নে অমন কত দেখাদেখি, বকাবকি, দান প্রতিদান হ'য়ে থাকে। তাতে কি সকাল বেলায় মলিন মুখে নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে, গালে হাত দিয়ে ভাবতে হয়? নাও—ওঠ। সকাল সকাল যমুনাস্নান সেরে আসি এস। আর কেন ভাই এমন ক'রে ব'সে আছ!

রাধা। আমি আছি! আমি আর আছি কই সই?

বৃন্দা। তুমি কি ব'ল্‌ছ?

রাধা। বৃন্দা—বৃন্দা—আমার সব গেছে।

"কিবা সে ভূরুর ভঙ্গ, ভূষণ ভূষিত অঙ্গ,
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥

রসাবেশে দিনু কোল, মুখে না সরিল বোল,
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজভয় মান গেল,
বল সই কি আর রহিল॥"

সজনি! আমি তোমার শরণাগতা। আমার সর্ব্বস্ব গেছে।

এখন এ সঙ্কট সময়ে তুমিই আমার সব। দয়া ক'রে বল আমি কি করি।

বৃন্দা। কি ক'র্‌বে,—আমি ব'ল্‌ব?

রাধা। তুমি ভিন্ন আর কে ব'ল্‌বে বৃন্দা! আমায় কর্ত্তব্য শিক্ষা তুমি ছাড়া আর কে দিতে পারে? তুমিই আমার সহায়, তুমিই আমার জ্ঞান বুদ্ধি। আমাকে সৎপথে নিয়ে যাবার জন্য তুমিই আমার পথপ্রদর্শিকা।

বৃন্দা। গীত।

তবে শুন সুবদনী রাই।
সুধালে যদি হে ব'লে যাই॥
তুহু সুন্দরী রসের দে, তোঁহারি নয়নে লেগেছে সে,
রসে রসে বুঝি মিলে গেছে,
উথলি সিন্ধু আকুল তাই॥
স্বপনে পেয়েছ গোপনে রাখ, মুদিত নয়নে হিয়াতে দেখ,
পিরীতি মুরতি করিয়ে আরতি,
আমরা জীবনে সাধ পুরাই॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আয়ান।

আয়ান। কালী বল মন, কালী বল। মা যার সহায়, ত্রিভুবনে তার কাকে ভয়! মথুরার সহর ছেড়ে, কালী ব'লে যেই মাঠে পাটী দিয়েছি, অমনি চারিদিক থেকে হু হু ক'রে ঝড়। বাপ্! কি ঝড়ের তেজ। মাঠের মাঝখানে প'ড়্‌লেই প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! কিন্তু রাখে কালী ত মারে কে? মারে কালী ত রাখে কে? কালী আমাকে রক্ষা ক'র্‌ছেন, আমি মাঠে প'ড়্‌ব কেন? ঝড়ও আসা, আর আমিও অম্‌নি মাথা গোঁজ ক'রে কালী ব'লে দে ছুট্। ছুট্‌তে ছুট্‌তে প'ড়বি ত পড়্ একেবারে একজনের ঘাড়ে। কালী ব'লে মাথা তুলে দেখি যে কালনিমে মামা। তারপর কালী ব'লে মামার বাড়ী উপস্থিত। তারপর কালী ব'লে আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসা—কালী ব'লে কণ্ঠায় কণ্ঠায় চর্ব্ব্যচোষ্য ঠাসা। তার পর কালী ব'লে শুয়ে ভোঁস ভোঁস্ ক'রে ঘুমিয়ে, আবার সকালে কালী ব'লে নিজের ডেরাতে এসে উপস্থিত। কালী বল মন, কালী বল। হাতে পায়ে কাদা—তা হোক, এই অবস্থাতেই মন আর এক-বার কালী বল।

গীত।

যা অনায়াসে হয় তাই কররে।
কাজ কি আমার কোশাকুশী, আয় মন বিরলে বসি,
ভাব শ্যামা এলোকেশী, বারাণসী পাবিরে।
ভস্মমাখা ত্রিলোচন, শিবের কোন্ পুরুষে ছিল ধন,
শ্যামা নির্ধনের ধন, তাই সদা জপরে॥

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। এই যে, এই যে, এসেছিস্ বাপ্ ?

আয়ান। আসব না ত কি, ঝড়ে মাঠের মাঝখানে ঠ্যাং খোঁড়া হ'য়ে প'ড়ে ম'রে থাকব ?

জটিলা। বালাই শত্রু ম'রুক। তুমি আমার অখণ্ড প্রমাই নিয়ে বেঁচে থাক। ও কুটিলে! শিগ্‌গির তোর দাদার জন্যে পা ধোবার জল নিয়ে আয়।

আয়ান। সবাইকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু কাউকেও দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন ?

জটিলা। সে কি রে বাবা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না কি। অমন চোক, বন্‌বন্ ক'রে তারা ঘুরছে, তবুও দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না।

আয়ান। না—দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

জটিলা। ওমা মঙ্গলচণ্ডী কি ক'রলে ?

আয়ান। মঙ্গলচণ্ডী আমার মুণ্ড ক'রলে।—বলি তোকেও দেখ্‌লুম, কুটিলাকেও দেখ্‌লুম—তবু কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন ?

আয়ান। গীত।

"তারা কে পারে তোমারে চিন্‌তে।
তুমি গো মা উমা, ব্রহ্মময়ী শ্যামা,
কটাক্ষে পার মা, ত্রিলোক জিন্‌তে॥
আমি দুরাচার কি জানি বলনা,
ভবে এসে সাধন হ'লনা হ'লনা,
ক'রনা ছলনা দনুজ দলনা,
রাখ মা রাখ মা অধীনে অন্তে॥

জটিলা। মনে করি কথা কব না, কিন্তু না ক'রেও থাকৃতে পারি না। অমনিতেই পোড়া লোকে বলে বউ-কাঁট্‌কি। কিন্তু এক-চোকো পোড়া লোক ত দেখ্‌বে না যে, গেরস্তর বউ—বেলা এক প্রহর হ'ল, এখনও পর্য্যন্ত ঘর থেকে বেরুল না। ডেকে ডেকে মায়ে ঝিয়ের গলা ভেঙ্গে গেল, তবু বউয়ের সাড় হ'ল না। এতে কি ব'ল্‌তে ইচ্ছা করে বল্‌ দেখি বাপ্‌ আয়ান!

আয়ান। কি! সাড় হ'ল না! এমন অস্থুধ হাতে থাকৃতে সাড় হ'ল না (ভূমিতে যষ্টি প্রহার)!

জটিলা। থাম্—থাম্—বউমা আস্‌ছে।

(রাধার প্রবেশ)

আয়ান। বা! বা! তাইত! তাইত।

"তারা কে পারে তোমারে চিন্‌তে।"

জটিলা। ওকিরে ওকিরে।

আয়ান। থাম্—থাম্।

জটিলা। ওকিরে আয়ান, পাগল হ'লি নাকি? কারে কি ব'লিস্!

আয়ান। হুঁ—হুঁ, চোখ রাঙাচ্ছ—চোক রাঙাচ্ছ।

আমি কি আটাশে ছেলে।

জটিলা। আরে ও হতভাগা! ক্ষেপে গেলি নাকি? কারে কি ব'ল্ছিস্? লোকে দেখ্লে মনে ক'র্বে কি?

গীত।

আয়ান। মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা ডিক্রী লব এক সওয়ালে।
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায়,
শান্ত ক'রে লবে কোলে॥

জটিলা। ও আয়ান ক'রিস কি! ক'রিস্ কি! নেশা ক'রে এলি নাকি?

আয়ান। দূর বেটী—নেশাটা ভেঙে দিলি। কেও বৃষভানু-নন্দিনী! কোথায় যাচ্ছ?

রাধা। আজ গোপূজার প্রশস্ত দিন। স্বামীর মঙ্গলার্থে গোমাতার পূজা ক'র্ব ইচ্ছা ক'রেছি। তাই একটু সকাল সকাল যমুনাস্নানে চ'লেছি।

আয়ান। বেশ ক'রেছো। দেখ্‌দেখি মা! এতে বউকে ভক্তি ক'র্তে ইচ্ছা করে কি না করে। স্বামীর মঙ্গলার্থে উনি না ক'রেছেন কি। এই সকাল থেকে এখন পর্য্যন্ত উনি কতটা ভাবনা ভেবেছেন দেখ দেখি।—স্বামী ভেবেছেন, তার মঙ্গল ভেবেছেন, তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থও ভেবেছেন। বাকী

ছিল যমুনা আর স্নান, অবশেষে সেটাও শেষ ক'র্‌তে চ'লেছেন। বেশ, বেশ, বৃষভানুনন্দিনী—বেশ। ভাল, স্নান ক'রে এসে যখন গোপূজা ক'র্‌বে, তখন করজোড়ে গোমাতার কাছে এই বর প্রার্থনা ক'রো যে, হে গোলোকবিহারী হরি! আমার গরীব স্বামীর প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি কর। যেন সজ্ঞানে আমি মায়ের চরণে শরণ পাই।

রাধা। বেশ তাই ব'ল্‌ব।

[প্রস্থান।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ওমা—মা!

জটিলা। কেন?

কুটিলা। বৌ কোথা?

জটিলা। যমুনায় গেছে।

কুটিলা। ফিরিয়ে আন্—ফিরিয়ে আন্।

উভয়ে। কেন?

কুটিলা। আরে ছাই আগে আন্ না।

আয়ান। আরে ছাই আগে বল্ না।

কুটিলা। বউকে আজ ঘর থেকে বেরিয়ে কাজ নেই। গোকু-লের যত ডাংপিটে ছোঁড়াগুলো আজ এই দিকেই গোচারণে আস্‌ছে।

আয়ান। আসুক না, তাতে আর কি হ'য়েছে?

কুটিলা। তার সঙ্গে নন্দঘোষের ছেলে কানায়েটাও আছে।

আয়ান। ও! তারে ত ভারী ভয়।

কুটিলা। তারে ভয় নয়, তার রীতকে ভয়। ও পাড়ার বাড়ী বাড়ী ভাঁড় ভেঙে ক্ষীরননী চুরী ক'রে খায়। এখন তোমার ঘরের ক্ষীরভাণ্ডটী যদি চুরি যায়?

আয়ান। কেমন ক'রে যায়, একবার দেখাই যাক্ না।

কুটিলা। চুরিই যদি যায় ত দেখে ক'র্‌বে কি?

জটিলা। কাজকি বাপ্! আজকের দিনটে বউকে বাড়ী থেকে বেরুতে বারণ ক'রেই দেনা।

আয়ান। আর বারণ ক'র্‌তে হবে না। তোমার কানাইই বল আর বলাইই বল ও সব ভুম তাড়াকি আর বেশী দিন চ'ল্‌ছে না। মথুরা গিয়ে যা শুনে এলুম, তাতে দুদিন পরেই গোকুল থেকে একেবারে ছোঁড়ার পাট লোপাট।

জটিলা। কি শুনে এলি বাপ্?

আয়ান। শুনে এলুম কংস রাজা স্বপ্নে দেখেছে যে, যে তাকে মারবে সে গোকুলে বাড়্‌ছে। তাইতে কংস রাজা হুকুম দিয়েছে যে, গোকুলে যে ছোঁড়া বা'ড়্‌ছে তাকেই মেরে ফেল।

কুটিলা। তাহ'লে তোমাকেও ত মেরে ফেল্‌বে।

আয়ান। ভয় নেই—ভয় নেই--আমার জন্য কিছু ভয় নেই। আমি সে কথা জেনে একেবারে ঠিক হ'য়ে এসেছি। যারা বাড়ছে তাদেরই ভয়। আমি কি বাড়ছি—যত দিন যা'চ্ছে ততই আমি ছোট হ'য়ে যাচ্ছি। ভয় নেই—ভয় নেই—আমার জন্য কিছু ভয় নেই, চল্।

। তবু একবার বউএর সঙ্গে যাই। দাদার বুদ্ধিতে চ'ল্লে ত চ'ল্‌বে না।

[প্রস্থান।

আয়ান। কালী বল মন—কালী বল। দেখ মা! এক সন্ন্যাসী ঠাকুর এসে ব'লে গেল—তোমার ঘরে হাত পা ওয়ালা আনন্দময়ী মা আস্‌বেন।

জটিলা। সন্ন্যাসী ঠাকুর!—কোথায় রে?

আয়ান। চ'লে গেছে।

জটিলা। আ বোকা! ছেড়ে দিলি, বৌমাকে দেখাতে পার্‌লিনি!

আয়ান। আর বউ দেখিয়ে কি হবে? এবারে যখন আস্‌বে একেবারে আনন্দময়ীকে দেখিয়ে দেব। কালী বল মন—কালী বল।

জটিলা। নে, তবে হাত পা ধুয়ে ঘরে চল্‌।

[প্রস্থান।

আয়ান। কি ব'ল্‌ব—ছোঁড়াটা যদি কাল না হ'ত, তা হ'লে একদিনেই তার তুম্ তাড়াকী বা'র ক'রে দিতুম্। ছোঁড়াটা কালো হ'য়েই আমাকে কাহিল ক'রে ফেলেছে। কালী বল মন—কালী বল।

দ্বিতীয় দৃশ্য
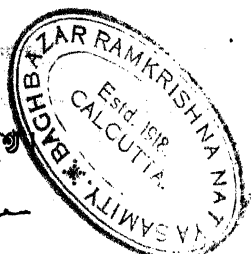
স্থবল ও শ্রীকৃষ্ণ।

গীত।

(সখে) কি যেন কি মনে আসে।
দেখি আভাসে কতদূর কতদূর দেশে ॥
উপরে নীল জলদ ভার,
কণ্ঠে জড়িত বিজলি হার,
ক্ষীরোদ সিন্ধু সুধার ধার,
আমি, প্রেমের পাথারে যাই ভেসে ॥
ঢলে ঢলে রাই পড়িছে বক্ষে,
শত সুরধুনী ঝরিছে চক্ষে,
মৃদুল পবন, কম্পিত ঘন, চন্দ্রকিরণে বিবশে
কনক লতিকা পরশে ॥

সুবল। এই যে—এই যে কানাই! এ তুই আমার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেলছিস্। আমি তোরে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে খুঁজে পাই না কেন? এই এখানে—এই সেখানে। এই কাছে—আবার চক্ষের পলক না ফে'ল্‌তে ফে'ল্‌তে তুই অতি দূরে। এ তুই আমার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেলছিস্ ভাই! (স্বগত) একি! একি! কানাইয়ের একি মূর্ত্তি!—কানাই!

কৃষ্ণ। কি ভাই!

সুবল। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব ?

কৃষ্ণ। কর।

সুবল। ঠিক উত্তর দেবে ?

কৃষ্ণ। তোমায় আমার গোপন কি আছে ভাই ?

সুবল। আজ তোমার কিছু ভাবান্তর দেখ্‌ছি।

কৃষ্ণ। তোমার এ প্রেমচক্ষু যে ভাই! এ চক্ষু ভাবরাশি দেখ্‌বার জন্যই ত সৃষ্ট হ'য়েছে।

সুবল। তা হ'লে, এ কি দেখ্‌লুম সখা ? তোমায় আজ এমন দেখ্‌লুম কেন ?

কৃষ্ণ। কি দেখ্‌লে ?

সুবল। গীত।

নীরদ নয়নে নবঘন সিঞ্চনে
আকুলি বিকুলি কেন হও হে ॥
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
কি নব ভাবে ডুবে রওহে ॥
চলিতে চরণ টলে কত ভাব উথলে,
(যেন) আসিতে আসিতে কোথা ধাওহে ॥
যমুনার তীরে যেন কি ফেলে এসেছ সখা
ঘন ঘন কূল পানে চাওহে ॥

কৃষ্ণ। সুবল! আমি কোথায় এসেছি ব'ল্‌তে পার ?

সুবল। এ কি রকম প্রশ্ন কানাই! কোথায় এসেছো তুমি কি জান না ?

কৃষ্ণ। এটা কার রাজ্য সুবল ?

সুবল। কানাই—কানাই! এ তুমি কি ব'ল্‌ছ? চল কানাই, তোমার সহচরেরা তোমার জন্য গোঠে অপেক্ষা ক'র্‌ছে।

কৃষ্ণ। তবে আমি কি দেখ্‌লুম?

সুবল। কি দেখ্‌লে?

কৃষ্ণ। গীত।

অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল,
হরিণী হীন ক্ষীণ ধামা॥
নয়ন নলিনী দৌ অঞ্জনে রঞ্জিত
ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর জোরি বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥
গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিত
গিম গজমতি হারা।
কাম কম্বুভরি কণয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনী ধারা।

সুবল। সত্যি! কোথায় দেখ্‌লে—কোথায় দেখ্‌লে?

কৃষ্ণ। সুবল! ব'ল্‌তে পারিস্‌ ভাই—এ রাজ্য কার? রাজ্যের রাজা কে?

সুবল। সুবল ব'ল্‌তে পারবে না কেন? এ রাজ্যের সংবাদ জান্‌তে চাও?

কৃষ্ণ। বল সুবল! বল সখা—ব'লে আমার প্রাণ রক্ষা কর।

গীত।

বেলি অসকালে যমুনা কূলে,
নাহিতে দেখিনু সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে।
শুনহে পরাণ সুবল সাঙাতি
কে ধনি মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হ'তে মোর চিত নহে থির
মনোরথ জ্বরে ভোর॥

তৃতীয় দৃশ্য।

টহলদার গণ।

(গীত)

এই ত গোকুলবাসী, কেহ কিছু জানসি,
তাঁহার চরণে কর সেবা।
তোমরা আসিয়ে দেখ, রাইয়ের ব্যেয়াধি লখ,
রাইয়েরে পেয়েছে কোন দেবা॥

সব দেব হাঁকারিয়া কহে শ্রুতিপুটে।
কালিয়া কুমারের নামে ঝেঁকে ঝেঁকে ওঠে॥
বলে ওঝা আনি গিয়া পাছে আছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি ওঠে এই বৃষভানু সুতা॥
রক্ষা রক্ষামন্ত্র প'ড়ে ধরি ধনীর চুলে।
কেহ বলে আনি দেহ কালার গলার ফুলে॥
চেতনা পাইয়ে তবে উঠিবেক বালা।
ভূতপ্রেত ঘুচিবেক যাইবেক জ্বালা॥

১ম ভি। জয় রাধে কৃষ্ণ—ভিক্ষে দাও মা।

(আয়ানের প্রবেশ)

আয়ান। এ তুমি? কি ব'ল্‌ছ হে বাপু?

১ম ভি। আজ্ঞে ভিক্ষে ক'র্‌ছি।

আয়ান। শুধু ভিক্ষে ক'র্‌ছ কই বাপু—কি ব'ল্‌ছ যে!

১ম ভি। ব'ল্‌ছি দাতা মা ভিক্ষে দাও।

আয়ান। শুধু এই কথা ব'ল্‌ছ?

১ম ভি। আজ্ঞে।

আয়ান। বেশ, ভিক্ষা গ্রহণ কর।

১ম ভি। দাও বাবা—দাতা বাবা—ভিক্ষে দাও।

আয়ান। নাও বাবা—ভিখিরি বাবা—ভিক্ষে নাও। হাত নয়, ঝুলি নয়। মাথা পাতো বাপধন—মাথা পাতো।

১ম ভি। মাথায় কি হবে প্রভু?

আয়ান। ভিক্ষে নেবে।

১ম ভি। ভিক্ষে কই?

আয়ান। এই যে।

১ম ভি। ওত লাঠী।

আয়ান। তুমিও যেমন ভিখিরি, আমারও সেই রকম ভিক্ষে। নইলে বল্ কি ব'লছিলি।—রাধেকৃষ্ণ কি ব'ল্‌ছিলি?

১ম ভি। রাধে কৃষ্ণ আমার ইষ্ট দেবতা।

আয়ান। তোমার ইষ্টদেবতা? তা হ'লে রোজ তুমি ইষ্ট দেবতার পূজো কর?

১ম ভি। আজ্ঞে সেটা আর পাপ মুখে কেমন ক'রে ব'ল্‌ব?

আয়ান। তবে রে বেটা!

১ম ভি। ওকি—ভিক্ষে দাও আর না দাও—মার কেন কর্ত্তা?

আয়ান। মার্‌বো না? তুমি আমার বউয়ের নাম পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে ভিক্ষে ক'র্‌বে, আমি তোমায় অম্‌নি ছেড়ে দেব?

১ম ভি। আমার ইষ্টদেবতা—তোমার বউ কেমন ক'রে হবে কর্ত্তা? তোমার বউ কি আমাদের মন্ত্রের সঙ্গে মেলে?

আয়ান। কই মন্তর বল দেখি?

১ম ভি। এই ত গোকুলবাসী ইত্যাদি।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ও দাদা—দাদা! বউ কি ক'র্‌ছে গো!

আয়ান। কি ক'র্‌ছে—কি ক'র্‌ছে?

কুটিলা। ভূতে পেয়েছে গো—ভূতে পেয়েছে।—কালিয়া কুঁয়ার ব'লে একটা ভূত বহুকাল ধ'রে কদম গাছের ডালে ছেলো। বউ তার তলা দিয়ে আমার সঙ্গে আসছিল, এর ভেতরে কেমন ক'রে ঝপাঙ্ ক'রে বউএর ঘাড়ে প'ড়েছে। কালিয়া কুঁয়ারের নাম ক'রতেই ঝাঁক্‌রে ঝাঁক্‌রে উঠ্‌ছে।—ইঃ— ই— ই—

আয়ান। তবেরে বেটারা—এই তোমাদের ইষ্টিদেবতা—এই তোমাদের মন্তর!

(ভিক্ষুকগণের পলায়ন ও আয়ানের অনুসরণ)।

চতুর্থ দৃশ্য।

বৃন্দা ও ললিতা।

ললিতা। এমন ত কখন দেখিনি। যমুনা থেকে ফিরে এসে রাই আমাদের কি এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হ'য়ে প'ড়েছে।

বৃন্দা। সেকি!

ললিতা। কি হ'ল বৃন্দা! আমাদের রাই এমন হ'ল কেন?

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায়॥

বৃন্দা। কই এরূপ কথা ত কখন শুনিনি।

ললিতা। আর শুনিনি—শোননি, দেখ্‌বে এসো।

বৃন্দা। বলি রাইকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছো?

ললিতা। আর জিজ্ঞাসা! কাকে জিজ্ঞাসা? আর কি সে রাই আছে যে, জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে উত্তর দেবে।

সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসায়ে পরে॥

বৃন্দা। তা হ'লে ত বড়ই বিপদের কথা ললিতা! গুরুজন শুন্‌লে গঞ্জনার একশেষ, সমবয়সী পাঁচজনে শুন্‌লে কলঙ্ক। কত লোকে কত কথা কইবে তার কি ঠিক আছে। ললিতা! রাই যে আমাদের আদরের সামগ্রী—রাই যে আমাদের প্রাণ।

(বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা। এই যে—এই যে বৃন্দা। ললিতার কাছে শুন্‌লে কি?

বৃন্দা। শুন্‌লুম বই কি।

ললিতা। এখনও কি সেই ভাবে আছে?

বিশাখা। সেই ভাবে কি?—আরও বৃদ্ধি।—বিরলে একলা ব'সে কখন বা মাথার বেণী এলিয়ে ফুলের গাঁথনি দেখ্‌ছে। কখন

বা চক্ষু মুদিত ক'রে কার যেন ধ্যানে নিযুক্ত হ'চ্ছে। কখন বা স্থির নেত্রে মেঘের পানে চাচ্ছে। আবার কখন বা রাঙ্গা বাস প'রে যোগিনী বেশ ধ'রে আপনার মনে কত কি ব'লছে। বাহ্যজ্ঞান শূন্য—চক্ষে দৃষ্টি শক্তির অভাব—আমরা যে তার কাছে আছি, এ সে দেখেও দেখ্‌তে পাচ্ছে না। এত ডাকছি—রাধা-রাধা ব'লে কাণের কাছে এত চীৎকার ক'চ্ছি, কথা তার কাণে পৌঁছিচ্ছে না। চল সখি দেখ্‌বে চল—দেখ যদি কোন প্রতীকার ক'র্‌তে পার।

বৃন্দা। শ্বাশুড়ী ননদ টের পেয়েছে?

বিশাখা। না বৃন্দা, এখনও কেউ টের পায়নি। জান্‌লে সর্ব্বনাশ হবে। না জান্‌তে জান্‌তে বৃন্দা, যেমন ক'রে পার রাই-য়ের এ দশার প্রতীকার কর।

বৃন্দা। ভাল, তোমরা এগোও। আমি একবার দেখি, কতদূর কি ক'রে উঠতে পারি।

বিশাখা। এস সখি, শীঘ্র এসো।

বৃন্দা। এই যে আমিও সঙ্গে সঙ্গে চ'লেছি।

[ললিতা ও বিশাখার প্রস্থান।

বৃন্দা। আর প্রতীকার! যার নামে ভূত প্রেত, দৈত্য দানব, সকল রোগ বিভীষিকা পালায়, সেই তোমাদের রাইকে গ্রাস ক'রেছে। আর কি রাইকে খুঁজে পাবে? যাই, একবার দেখে আসি। মদনমোহনের মূরতির আভাসে বৃন্দাবনেশ্বরীর কিরূপ শ্রী হ'য়েছে একবার দেখে আসি। না দেখেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি—চোক বুজেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। কৃষ্ণদর্শনে আত্মহারা মদালসা প্রেমময়ী ব্রজেশ্বরী আমার চোখের ওপরে জ্বল্‌ জ্বল্‌ ক'র্‌ছেন।

(রাধিকার প্রবেশ)

গীত।

মদন লালস বিভোরা।
দেখ দেখ রাধা রূপ অপারা॥
অপরূপ কো বিধি আনি মিলায়ল
ভূমিতলে লাবণি সারা।
মদন মোহন, ক্ষণ দরশন
প্রেম অমিয়া রস ধারা॥
নয়নক লোর থির নাহি বাঁধই
হৃদি বেঢ়ত উজিয়ারা।
কিয়ে মনোহর সুমেরু শিখর
বেড়ি স্থরধুনি ধারা॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্রীরাধা, বৃন্দা ও সখীগণ।

বৃন্দা। ওমা! একি।—একি তোমার ভাব! একি তোমার মূর্ত্তি! এক দণ্ডে এ পরিবর্ত্তন তোমার কে ক'রে দিলে?

গীত।

কহ কহ সুবদনী রাধে।
কি তোর হইল বেয়াধে॥
হেম কান্তি ঝামর হইল
রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল
যেন ডুবিলি যমুনা অগাধে॥
কেন তোরে আন মনা দেখি
কাঁহে নখে ক্ষিতি তলে লিখি
কার নাম লিখ মনো সাধে।
যেন ডুবিলি যমুনা অগাধে॥

যা চ'লে—যা ভয় ক'রেছি তাই। দেখ্‌ছো—তাকে দেখ্‌ছো—সর্ব্বনাশ ক'রেছো রাই!

রাধা। বিস্তারি পাষাণে কেবা, রতন বসা'ল গো,
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কেবা, সুষমা ক'রেছে গো,
এমতি তনুর দেখি আভা॥

বৃন্দা। চুপ কর—চুপ কর—কর কি রাই! শাশুড়ী ননদ স্বামী—সবাই ঘরে। জান্‌তে পার্‌লে লাঞ্ছনার একশেষ—চুপ কর।

রাধা। মল্লিকা চম্পক দামে, চূড়ার টাননি বামে,
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে, সুন্দর সৌরভ পেয়ে,
অলি উড়ে পড়ে লাখে লাখে॥

বৃন্দা চুপ কর রাই—চুপ কর।

রাধা। গীত।

গুণ গুণ রবে কত কিযে বলে গো।
কাণের নিকটে এসে বলে।
বলে রাধে ও শ্রীরাধে জয় রাধে॥
পায়ের উপরে থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা,
মালতীর মালা দোলে গলে॥
মালতীর মধু এনে, ভ্রমরা ঢালিয়া কাণে
কি যেন কি পরিচয় বলে॥

হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই সে অঙ্গ হইতে মুই
ফিরায়ে আনিতে নারি আঁখি॥

বিনা মেঘে ঘন আভা পীত বসন শোভা
অলপ উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া দোদুতি মুকুতা বেড়া
কত ময়ূর পুচ্ছ তায়॥
অঙ্গে নানা আভরণ কালিন্দী তরঙ্গে যেন
চাঁদ ঝুলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে ডুবিলাম রসের কূপে
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী॥

সখী আমায় রক্ষা কর। এই দেখ্‌লুম্—এই বাঁশীর কি যেন কি নামগান শুন্‌লুম, এই পরশ আশে হাত বাড়ালুম, আর তাঁকে দেখতে পেলুম না। সখী আমার কি হবে? আবার তাঁকে কেমন ক'রে দেখবো? তাঁকে আবার না দেখলে যে সখী আমি বাঁচবোনা।

বৃন্দা। বল কি?

রাধা। এখনি দেখাও—তিলেক বিলম্ব ক'রলে আর আমায় দেখতে পাবে না।

বৃন্দা। চুপ্—চুপ্—তোমার সোয়ামী আসছে।

রাধা। এখনি দেখাও—নইলে স্থির ব'লছি সখী, আমি এখনি গিয়ে যমুনায় ঝাঁপ দেবো।

বৃন্দা। চুপ্—চুপ্—প্রতিশ্রুত হচ্ছি, যথাশক্তি এর বিধান করবো এখন চুপ কর।

গীত।

তখনি বলেছি তোরে যাস্‌নে যমুনা জলে
চাসনে সে কদম্বের তলে।

এখন কেন বা বল শুন না বুঝন রাই
কেন ভাস নয়নের জলে ॥
রাঙ্গা হাত রাঙা পা, মেঘের বরণ গা,
রাঙা দীঘল ছুটী আঁখি।
কাহার শকতি তার দিঠিতে পড়িলে গো
ঘরে আসে আপনারে রাখি ॥

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

আয়ান। কই কোথায় শালার কালিয়া কুঁয়ার? আমার বউএর ঘাড়ে এসে বাসা! কই কুটিলে, দেখিয়ে দে—বউএর ঘাড়ের কোন থানটায় সে শালা বেহ্মদত্যি বাসা ক'রেছে। বউ একবার ঘাড়টা পাত তো? (ভূমিতে যষ্টি আঘাত)

বৃন্দা। ও কি ক'রছ সখা?

আয়ান। এই যে বৃন্দে সখী!—বউএর ঘাড়টা একবার নুইয়ে ধর ত।

বৃন্দা। কেন?

আয়ান। বলবার সময় নেই—দেরি ক'রলে বউএর গলা একেবারে ঝাঁঝ্রা ক'রে ফেল্‌বে। কালিয়া কোঁয়ার বাসা ক'রেছে। বউ কদমতলাতে আসছিল এলোচুল ক'রে, এমন সময় কোথায় কদমের ডালে কালিয়া কোঁয়ার ব'লে এক ভূত ছিল,—সে ঝপাঙ্‌ ক'রে বউএর ঘাড়ে প'ড়েছে। সে কোঁয়ার বড় সাধারণ ভূত নয়—কোঁয়ার গোঁয়ার ভূত। না লাঠি খেলে নড়বে না। এক ঘা কালী ব'লে কসিয়ে দি, শালা বাপ্‌ বাপ্‌ ব'লতে ব'লতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাক্‌।

বৃন্দা। কালিয়া কোঁয়ার ত পালাবে, আর লাঠীর ঘায়ে বউ শুদ্ধু যে অক্কা পাবে,—তার কি ?

আয়ান। তাইত! সে কথাটা যে মনে ছিল না। ও কুটিলে, হ'লনা। তা হ'লে বউও আমাদের পেত্নী হয়ে কালিয়া কোঁয়ারের সঙ্গে লম্বা দিক ?

কুটিলা। হাঁ বউ!

রাধা। কেন ?

কুটিলা। তোর কি হয়েছে ?

রাধা। কি আর আমার হবে ?

কুটিলা। এই যে মেঘের পানে চাইছিলি—আপনার মনে কত কি ব'লছিলি। কখন হাত জোড় ক'রছিলি, কখন উঠছিলি, কখন ব'সছিলি।

রাধা। দেবতার পূজো কচ্ছিলুম্। সেই জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করছিলুম্, কখন বা হাত জোড় করছিলুম্।—সেই জন্যে কি ভাই-বোনে একজোট হয়ে আমাকে মেরে ফেল্‌তে এসেছো ?

আয়ান। ও কুটিলে!

কুটিলা। ও কুটিলে!—কেন ?—আমি কি তোমাকে লাঠী নিয়ে তেড়ে আসতে ব'লেছিলুম ?

আয়ান। তুই যে বল্লি কালিয়া কোঁয়ার বাসা ক'রেছে।

কুটিলা। ক'রেছে কি না ক'রেছে আগে দেখ। দেখা নেই শোনা নেই একেবারে লাঠী ঠুক্‌তে লেগে গেলে।—আর তোমাকেও বলি বউ, তোমার সব বিপরীত। পুজো কি আর কেউ করে না। ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না, এ কি রকম পুজোরে বাপু!

বৃন্দা। তোমার ভাইয়ের মঙ্গলের জন্যই ত সখী পূজো ক'রছিলেন। ব্রতের পূজো—কথা ক'য়ে নষ্ট ক'রে ফেলবে? (আয়ানের প্রতি) কেন সয়া—তুমি কি জান না?

আয়ান। কেন জানবো না?

বৃন্দা। আর তন্ময় হয়ে যদি পূজো না হ'ল তাহ'লে সে কি রকম পূজো?

রাধা। তুমিই ত করজোড়ে গোমাতার কাছে প্রার্থনা ক'রতে ব'লেছিলে।

আয়ান। তা ত ব'লেই ছিলুম।—ও কুটিলে!—

কুটিলা। (মুখভঙ্গী করিয়া) এ কথা কি আমায় আগে ব'লেছিলে? এখন—ও কুটিলে!

বৃন্দা। কালিয়া কুঁয়ার সইএর ঘাড়ে বাসা করেনি। এ দেখছি সয়া, তোমার বোনের ঘাড়ে বাসা ক'রেছে।

আয়ান। ওরে শালা কালিয়া কোঁয়ার জোচ্চোর। [প্রহার।

কুটিলা। ওমা মেরে ফেললে গো! ওমা! [প্রস্থান।

আয়ান। ওরে শালা কালিয়া কোঁয়ার!

[প্রস্থান।

বৃন্দা। চল সই! দেখিগে মা যোগেশ্বরী কি করেন।

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীকৃষ্ণ ও সুবল।

সুবল। কি সখা! দেখ্‌তে পেলে?

কৃষ্ণ। কই সখা?

সুবল। কই কি! এই যে চক্ষের সাম্‌নে দিয়ে চ'লে গেল!

কৃষ্ণ। কই দেখ্‌তে ত পেলুম না সখা?

সুবল। এ তুমি কি ব'ল্‌ছ কানাই! দেখ্‌তে পেলে না কি?

কৃষ্ণ। গীত।

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙে, তড়িত লতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হসি,
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি,
তদবধি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা, কনক কটোরা,
অতনু কাঁচলা উপাম।
হরি হরি লব মন, জনু বুঝি ঐছন,
ফাঁস পসারল কাম॥

ক'ই সুবল! কিছুই যে আমার দেখা হ'ল না!

সুবল। তবে একটু অপেক্ষা কর। যমুনা-স্নান ক'রে এখনি বৃষভানুনন্দিনী ফিরে আসবে। সেই সময় তাকে পুনর্দ্দর্শন ক'রো। কিন্তু সাবধান কানাই! শ্রীরাধিকা কুলবধূ। সঙ্গে ননদী আছে, সখীরা আছে। যেন ইঙ্গিত ক'রে ব'সোনা।

কৃষ্ণ। না সখা,—তুমি কি পাগল হ'য়েছো! আমি কি এতই উন্মাদ। আমি শুধু দেখ্‌বো—একবার দেখে সাধ মেটেনি, আর একবার দেখ্‌বো। ভাল দেখা হ'ল না সুবল! বিদ্যুল্লতা চোখের উপর একবার মাত্র ভেসে, চোকের পলকে মিলিয়ে গেছে। শুধু বুকে শেল বিঁধছে, পাঁজর খ'সে যাচ্ছে। কোথা যাই সুবল,—কি করি সুবল?

সুবল। উতলা হ'য়োনা। ফিরে এলো ব'লে। তখন আবার দেখো।

কৃষ্ণ। সুবল, প্রাণ যায়, আর একটীবার আমাকে দেখাও।

গীত।

আমি দেখার প্রয়াসী।
শ্রীমুখ কমল, দেখব কেবল,
বারেক সুবল দেখাও হে—
কাল কালান্ত গেছে ব'য়ে, আমি দেখার আশায় আছি চেয়ে,
জীবন গেছে কেঁদে কেঁদে, আমি তবু আছি পরাণ বেঁধে,
আকুল উদাসী॥

সুবল। সখা সখা, অন্তরালে যাও—অন্তরালে যাও। শ্রীরাধা আস্‌ছে।

কৃষ্ণ। কই সখা? কতদূরে সখা?

সুবল। ব্যস্ত হ'য়োনা। থামো, থামো। সঙ্গে কুটিলা আছে। নামেও যা কাজেও তাই। কুটিলা পথের মাঝে আমাদের দেখ্‌লে কত কি কু-ভাববে। শ্রীরাধার লাঞ্ছনার শেষ থাক্‌বে না।—এস সখা অন্তরালে যাই।

(শ্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা। কই আর ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। বৃন্দা ব'ল্লে শ্যামসুন্দর আমাকে দেখ্‌বার জন্য পথের মাঝে আমার আশাপথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।—আমার জন্য দাড়িয়ে আছে! অভাগিনী রাধার প্রতি বিধাতা কি এতই সুপ্রসন্ন?

দাঁড়াইয়া তরুমূলে, আকুল করিল মোরে,
ঈষৎ বঙ্কিম দিঠে চেয়ে।
ঘরে যেতে না লয় মন, যা'ক জাতি কুল ধন,
চিকণ শ্যামের বালাই লয়ে॥
অঙ্গ ভঙ্গিমা দেখি, প্রেম পূরিত আঁখি,
মোর মনে আন নাহি ভায়।
চিত নিবারিতে যদি, বিরলে বসিতে চাই,
মন কেন শ্যাম পানে ধায়॥

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। বলি ঠাকরুণ, পথ দেখে চলো।

রাধা। পথ দেখেই ত চ'লেছি ঠাকুরঝী!

কুটিলা। একে কি পথ দেখে চলা বলে! পথ দেখে চ'ল্লে কি চোখ চারধারে ঘোরে? উহুঁহুঁ পোড়া পথও কি এত এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো!

রাধা। কই,—আর কেন দেখ্‌তে পাচ্ছি না? সে মধুর মনোমদমূর্ত্তি আমি আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন? না না, ওই যে, ওইযে—কেলিকদম্বের অন্তরালে, প্রিয় সখা সুবলের হাত ধ'রে,—

ওই যে আমার,—ওই যে আমার প্রাণময় হৃদয়-সর্ব্বস্ব মুরলীধর ওই যে আমার—

চিকণ কালা, গলায় মালা,
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে,
তেরছ নয়নে চায়॥

কুটিলা। চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে আবার থম্‌কে দাঁড়ান হ'ল কেন? দেখ বউ, স্পষ্টকথা বলি। বলি তোমার ব্যাপার খানা কি বল দেখি? তোমার ভাবগতিক ত ভাল বুঝ্‌ছিনা।

রাধা। কেন? কি ব্যাপার দেখ্‌লে ঠাকুরঝী?

কুটিলা। এর চেয়ে আবার কি ব্যাপার দেখ্‌তে হয় তাতো জানি না। যমুনার জলে প'ড়্‌লে ত একেবারে গা এলিয়ে দিয়ে ব'স্‌লে। উঠ্‌তে আর চাও না। যদিও বা ডেকে ডেকে তুল্‌লুম্‌, ত তীরে উঠে কাপড় নেঙ্‌ড়াতে আর পা ঘ'স্‌তে সুরু ক'র্‌লে। রাঙা—খুড়ী—ও পোড়া পা যেন আর ফর্‌সা হ'তে চায় না।—তারপর এখন পথ চ'ল্‌ছ না ত, যেন সব মাটী মাড়িয়ে চ'ল্‌ছ। তুমি রাজার মেয়ে, ব'সে ব'সে তোমার দিন চ'লে যাবে। আমাদের ত আর, নিজে ক'রে ক'র্ম্মে না খেলে চ'ল্‌বে না। তা এমন ক'রে চ'ল্লে এবছরে ত আর বাড়ী পৌঁছুনো হয় না দেখ্‌তে পাই। বলি, বাড়ী যাবার মতলব আছে ত?

রাধা। এইত বাড়ীতেই চ'লেছি ঠাকুরঝী! তোমাদের আশ্রয় ছাড়া আমার আর স্থান কোথায়? ঠাকুরঝী! ঠাকুরঝী! সর্ব্বনাশ ক'রেছি।

কুটিলা। কি হ'ল, আবার কি হ'ল!

রাধা। হার ছিঁড়ে ফেলেছি।

কুটিলা। ছিঁড়্লে—অমন মতির হার! এই সবে ছুদিন প'রেছো, এরই মধ্যে ছিঁড়ে ফেল্লে! বেশ, যেমন কাজ তার ফল ভোগ' কর। নিজেই ব'সে ব'সে ছড়ান মুক্তো কুড়োও। আমি যে তোমার জন্যে সব কাজ ফেলে মুক্তো কুড়ুতে ব'সি, আমার এত দায় কাঁদেনি। আমি চ'ল্লুম।

রাধা। ও ঠাকুরঝী, তাহ'লে কি হবে?

কুটিলা। কি হবে, তা আমি কি জানি? তোমার বাপের ধন, তোমার যা খুসি তাই কর—ফেল্তে হয় ফেলে এস, কুড়িয়ে নিতে হয়, নিজে কুড়োও, আমি চ'ল্লম।

[প্রস্থান।

রাধা। বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়া ত কোটি কাম,
বদন জিতল কোটী শশী।
ভাঙ ধনু ভঙ্গী ঠাম, নয়ন কোণে পূরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥
এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সে মুরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি,
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান।
অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে, মালা বিরাজিত,
কি দিব উপমা তার।

মাধব! মাধব!—

তুয়া অনুরূপ, রূপ হেরি দূর সঙে,

লোচন মন দুহুঁ ধাব।

পরশক লাগি, জাগি জনু অন্তর,

জীবন র'হ কিয়ে যাব॥

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। কিগো শ্রীমতী! হার আপনা আপনি ছিঁড়্‌লো, না সাধ ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লে? পাপ ননদীর হাত এড়িয়ে, কৃষ্ণদর্শনের ছলায় গজমতির হার ছিঁড়ে খেলাটা খেলেছ মন্দ নয়।

রাধা। সখি আমার কি হ'বে? আমার যে বুক কাঁপ্‌ছে।

বৃন্দা। বলি আছ, না শ্যাম-অরণ্যে প'ড়ে পথ হারিয়ে ব'সেছ?

রাধা। পথই হারিয়েছি। সখি ব'লে দাও, কোন্‌ পথে যাই।—এদিকে শ্যাম, এদিকে কুল, মধ্যে আমি পথ হারা, জ্ঞান হারা, গতিবিহীনা রমণী। সখি, দয়া ক'রে আমাকে পথ ব'লে দাও।—সখি! শ্যাম যে এই দিকেই আস্‌ছেন।

বৃন্দা। আস্‌ছেন ভালই ত। দুটো কথা কও। শ্যামের মতলবটা কি বোঝ। এমন ক'রে লুকোচুরি খেলে চোরাই দেখাদেখির দরকার কি। শ্যাম আসুন—যে যা'র মনের ভাব সুমুখে স্পষ্ট ক'রে বল। সকল লেঠা চুকে যাক্‌।

রাধা। তা কেমন ক'রে হয় সখি! আমি যে কুলবধূ। পাপ ননদী যে সমস্তই দেখে গেল সই!

বৃন্দা। আ হরি! পাপ ননদী কি দেখ্‌তে জানে, না তার চোখ আছে? ভয় নেই সে কিছু দেখ্‌তে পায়নি।

কিছু দেখ্‌তে পাবেও না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। নাও, চেয়ে দেখ। ঐ কেলিকদম্বের মূলে মুরলী হাতে তোমার শ্যামসুন্দর—আস্‌তে আস্‌তে দাঁড়াল। লজ্জায় বুঝি শ্যামচাঁদ তোমার সমীপস্থ হ'তে পাচ্ছেন না। কিন্তু কি শোভা! রাধে—রাধে—তোমার দর্শনজনিত আনন্দে, তোমার অঙ্গ স্পর্শসুখাভিলাষে আগ্রহপূরিত অন্তর ব্রজেশ্বরের আজ কি অপূর্ব্ব শোভা!—ও! এতক্ষণে বুঝ্‌তে পেরেছি। নাগর-রাজ আস্‌তে আস্‌তে নিবৃত্ত হ'লেন কেন। এতক্ষণে বুঝেছি—আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি দেখে শ্যামচাঁদ আস্‌তে পার্‌ছেন না। তাহ'লে তোমাদের প্রেম-আলাপনে ব্যাঘাতস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়াব কেন? আমাদের কি রাগ অভিমান নেই? তাহ'লে সখি, আমি চ'ল্লুম।

রাধা। না সখি! তুমি যেয়ো না—যেয়ো না সখি, আমায় একলা ফেলে যেয়ো না। আমার বড় ভয় ক'র্‌ছে। দোহাই বৃন্দা! অপেক্ষা কর—দাঁড়াও—আমি তোমার সঙ্গে যাই।

(সুবলের প্রবেশ)

সুবল। শুনলো রাজার ঝী, তোরে কহিতে আসিয়াছি,
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি,
একাজ করিলি কি!

বেলি অবসান কালে, গিয়াছিলি নাকি জলে,
তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া,
ধরিলি সখীর গলে।

দেখায়ে বদনচাঁদে, তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে,
তুহুঁ স্বরিতে আওল, লখিতে নারিল,
ওই ওই করি কাঁদে।

বৃষভানুনন্দিনী! আমি তোমার কাছে কানুর প্রাণ ভিক্ষা ক'রতে এসেছি। আর এক মুহূর্ত্ত দেখা দিতে বিলম্ব ক'র্‌লে সে বাঁচ্‌বে না। কৃপাময়ী! করুণা ক'রে কানুর প্রাণ রক্ষা কর।

রাধা। সন্ধ্যা হয় সুবল! পথ ছাড়। বিলম্ব দেখ্‌লে এখনি ননদী ফিরে আস্‌বে। আমার পথরোধ ক'রো না। ও সখি! কোথায় গেলে? ঘনঘোর মেঘের অম্বরে বিদ্যুৎ লীলা ক'র্‌ছে। চারিদিক থেকে অন্ধকার দ্রুতবেগে আমাকে বেষ্টিত ক'র্‌তে আস্‌ছে। সখী শীঘ্র এসো, অমাকে রক্ষা কর।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ভয় কি! কারে ভয় বৃষভানুনন্দিনী!

গীত।

কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে।
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বরভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাসে ॥
সুন্দরি! কাহে মোহে, সম্ভাষি না বাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল, তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি ॥
কুচ ভয়ে কমল, কোরক জলে মুদি রহুঁ,
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল, গগনে বাস করু, শম্ভু গরল করু গ্রাসে ॥

এখন অনুমতি কর ব্রজেশ্বরী, শ্রীপাদপদ্মে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হই।

(বৃন্দা ও সখীগণের প্রবেশ)

গীত।

ধনি ধনি রমণী জনম ধনী তোর।
জগজন কানু কানু করি ঝুরত,
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি, তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বন-কারী (ধনী)
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥

গীত।

দেখ সখি নাগর রাজ বিরাজে।
সুধই সুধাময় হাস বিকসিত চাঁদ মলিন ভেল লাজে।
ইন্দীবর-বর গরব বিমোচন
লোচন মনমথ ফাঁদে।
ভাঙ ভুজগ পাশে, বান্ধল কুলবতী,
কুল দেবতা মন কাঁদে॥
ভ্রমর করম্বিত, জানু লম্বিত,
কেলিকদম্বকি মাল।
রাইক কোমল চিতে, নিতি নিতি বিহরই,
এহেন মুরতি রসাল॥

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ণ, বৃন্দা ও সুবল।

সুবল। এযে বড়ই বিপদ হ'ল বৃন্দা! রাই কানাই দূরে দূরে ছিল, সেত ছিল ভাল। এযে কাছে দাঁড় করিয়ে কথা কইয়ে সর্ব্বনাশ হ'ল।

বৃন্দা। তা আমি কি ক'র্‌ব? আর আমায় ব'লো না। আর অমি পার্‌বো না। একি সহজ কথা! কুলের বউকে কথায় কথায় পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করান কি সহজ কথা! একবার দেখা ক'রিয়ে দিয়েছি এই যথেষ্ট। দেখা ক'রিয়ে দিয়েছি, তোমাদের কানু কথা ক'য়েছে—আবার কি? এইবারে তাকে নিজের পথ নিজে দেখ্‌তে বল।

সুবল। সে সময়ের পর থেকে, আর ত শ্রীরাধার দর্শন মিল্‌ছে না। বিপরীত ফল বৃন্দা—বিপরীত ফল! রাই বিরহে আমাদের কানাই বুঝি আর বাঁচে না।

বৃন্দা। বল কি?

সুবল। গীত।

সেযে নাগর গুণধাম।
জপয়ে রাধারই নাম॥
না বাঁধে চিকুর, না পরে চীর,
না খায় আহার, না পীয়ে নীর,
সোঙরি সোঙরি, তাহারই নাম,
সোণার বরণ হইল শ্যাম॥

বৃন্দা। এতটা হ'য়েছে! ভাল কই কানাইকে তোমাদের একবার দেখাবে চল দেখি। কোথায় তোমাদের কানাই?

সুবল। আর কানাই! চল দেখ্‌বে চল, যমুনাকূলে তৃণ-কুঞ্জে গা ঢেলে আমাদের জীবন কৃষ্ণমুখখানি লুকিয়ে প'ড়ে আছে। চক্ষু দিয়ে অবিশ্রাম জলধারা ব'য়ে যাচ্ছে।

বৃন্দা। তা হ'লে যমুনায় বাণ ডেকেছে বল।

সুবল। রহস্য ক'রোনা বৃন্দারাণী—একবার দেখ্‌বে চল। দেখ্‌লে তোমারও চক্ষে জল আস্‌বে।

বৃন্দা। তাইত, বড়ই বিপদে ফেল্‌লে। কুঞ্জমিলন কেমন ক'রে করি? অমনিই ত পাপ ননদী সন্দেহ ক'রে ব'সেছে। রাইকে আমাদের চক্ষে চক্ষে রেখেছে।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

সুবল। ও কি ভাই কানাই! উঠে এলি যে? দেখ বৃন্দা দেখ, কানাই আমাদের রাই বিরহে কি হ'য়েছে এক-বার দেখ।

কৃষ্ণ। কোথা রাই কোথা রাই—

(স্থরে কথা)

কনকবরণ, কিয়ে দরপণ,
নিছনি নিয়ে যে তার।
কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত,
সিন্দুর অরুণ আর॥

কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর, পাঁজর কাটিয়া,
মরমে রহল পশি॥
গুরু সে উরুতে, লম্বিত কেশ,
হেরি যে সুন্দর ভার।
চরণের ফুল, হেরিয়া দুকুল,
জলদ শোভিত হার॥

কোথা রাই—কোথা রাই ?

বৃন্দা। রাই কি আর চাই ব'ল্লেই পাওয়া যায় ব্রজেশ্বর! তাতে একট আরাধনা চাই।

গীত।

বৃন্দা—সামান্তে কি রাধারে পায়, বিনা আরাধনে কি পায়।
ভক্তিভাবে ডাকলে পায়, মুক্তি শক্তি আছে যার পায়॥
কৃষ্ণ।—রাধা আকাঙ্ক্ষিত হয়ে, ত্যজিলাম গোলোক অধিকার।
গোকুলে গোপবাদ নিলাম, পরিচয় কি দিব অধিক আর॥
বৃন্দা।—ত্যজ বিষয় বাসনা, নাশ ক'রে সে বাসনা,
করিলে তার উপাসনা, হৃদি পদ্মাসনে পায়॥
কৃষ্ণ।—কাননে করি গোচারণ, করে কৈলাম শৈলধারণ,
রাধার শ্রীপদের কারণ, বাঁধা গেলাম নন্দের পায়॥

বৃন্দা। এই কি সুবল! তোমাদের শ্যামচাঁদের বিরহ? মানুষ চিন্তে পারে?

কৃষ্ণ। তোমরা কি মানুষ বৃন্দা! যারা আমার রাইয়ের কাছে থাকে—রাইধনে যারা ধনী—তারা কি মানুষ? তারা কি মানুষ? বৃন্দা! দয়া ক'রে আমাকে রাইকে দেখাও, রাইকে আমার এনে দাও।

বৃন্দা। বেশ, আর একটু এগুবে? যোগিনী বেশ ধ'র্‌তে পার্‌বে?

কৃষ্ণ। যোগিনী?

বৃন্দা। হাঁ যোগিনী—দেয়াশিনী। নইলে রাধার কাছে তোমাকে উপস্থিতই ক'র্‌তে পার্‌ব না। পুরুষ দেখ্‌লে যদি পাপ ননদী রাইয়ের কাছে না যেতে দেয়।

সুবল। বেশ, বেশ,—যোগিনীই সেজে ফেল।

কৃষ্ণ। কেমন ক'রে সাজ্‌বো?

বৃন্দা। চল, কেমন ক'রে সাজ্‌তে পার একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শয্যায়—শ্রীরাধা ও কুটিলা।

রাধা। (স্বপ্নাবেশে কুটিলাকে ধরিয়া) আমায় ভুলোনা-আমায় ছেড় না—আমি শরণাগতা—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি॥

কুটিলা। (উঠিয়া) কি ব'ল্লি বউ—কি ব'ল্লি ?—

রাধা। য়্যাঁ—য়্যাঁ—কি ব'ল্লুম!

কুটিলা। এইযে হাত ধ'রে ব'ল্লি।

রাধা। কই কি ব'ল্লুম!

কুটিলা। কি ব'ল্লুম!—

বলি এ ঘরের ভেতরে—বঁধুয়া পাইলি কারে ?

এত চীটপনা, জানে কোন্ জনা,
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হ'য়ে, পরপতি লয়ে,
এমতি করহ নিতি ?

রাধা। ওমা! এসব কি কথা—একি ব'ল্ছ ঠাকুরঝী! পরপতি কি ?

কুটিলা। কি—এই দাদা আসুক না বুঝিয়ে দিচ্ছি।—

যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়নে দেখিনু তাই!
দাদা ঘরে এলে, করিব গোচর,
ক্ষণেক বিরাজ রাই!

(ললিতার প্রবেশ)

রাধা। ওমা একি কথা!—কি শুন্‌লে!

ললিতা। কি—ব্যাপারখানা কি ?

কুটিলা। কি শুন্‌লুম! তবে শোন—এই এঁদের সুমুখেই বলি।—

শোন তবে, শ্যাম সোহাগিনী!
রাধা বিনোদিনী! তোমারে বলিতে কি?
চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার,
বড়ই শুনিয়াছি।

তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে,
গিয়াছিলে নাকি একা?
শ্যামের সহিতে, কদম্ব তলাতে,
হয়েছিল নাকি দেখা?
সেই দিন হ'তে, সেইত পথেতে,
করে নাকি আনাগোনা?
রাধা রাধা বলি, বাজায় মুরলী,
তাহে হৈল জানা শোনা?

রাধা। কোথা থেকে কি কথা গ'ড়ে গ'ড়ে ব'ল্‌ছ ঠাকুরঝী! আমাকে যে, একেবারে অবাক ক'রে দিলে!

কুটিলা। তাতো হবেই—অবাক হবারই ত কথা!—

যে দিন দেখিব, আপন নয়নে,
তা সনে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ, দূরে তেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা॥

[প্রস্থান।

রাধা। একি পরমাদ, দেয় পরিবাদ,
এছার পাড়ার লোকে।
পর চরচায়, যে থাকে সদাই,
সাপে থাক তার বুকে॥

ননদিনী আমাকে শ্যামসোহাগিনী ব'লে কত তিরস্কার ক'রে গেল দেখলে?

ললিতা। ওমা! তাইত—এসব কি কথা! শ্যাম কে?
গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এতদিন বসি মোরা।
কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু,
শ্যাম কাল কি গোরা॥

রাধা। সই! একি সহে পরাণে!
কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
কেহ না শুনেছে কাণে?

ললিতা। বলুক না সই—
চিত দড় করি, থাকলো সুন্দরী,
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়,
কত লোকে কত বলে॥

তৃতীয় দৃশ্য

আয়ান।

আয়ান। গীত।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তল জাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর,
তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল॥
যোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে,
করে করে ধরে তাল,
ক্রুদ্ধ মানস উর্দ্ধে শোণিত, পিবতি নয়ন বিশাল।
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরী,
রক্ষ মম পরকাল,
দীন হীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ,
বরাহ কাল করাল॥

কালী বল মন—কালী বল।

(দেয়াশিনী বেশে কৃষ্ণের প্রবেশ)

আয়ান। বা! বা! কালী বল—তুমি কেগো। সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন—কালী বল—তুমি কেগো! কুণ্ডল কাণেতে প'রে, সাজী বাম করে ধ'রে—কালী বল—তুমি কেগো! বিভূতি প'রেছো, দিব্যিটি সেজেছো—হাতে রুদ্রাক্ষ মালা—চোকদুটী কেমন ঢুলুঢুলু—কালী বল—তুমি কেগো!

কৃষ্ণ। আমি দেয়াশিনী।

আয়ান। তা হ'তে পারে! কিন্তু কি জান দেয়াশিনী—বুঝেছো দেয়াশিনী—তোমাকে দেখে—বুঝ্‌তে পেরেছ দেয়াশিনী—

কৃষ্ণ। আমাকে দেখে কি তোমার রাগ হ'চ্ছে?

আয়ান। বেজায়—শুধু রাগ—তোমায় দেখে আমার অনুরাগ পর্য্যন্ত জেগে উঠ্‌ছে।

কৃষ্ণ। তা হ'লেত বড়ই বিপদের কথা!

আয়ান। তাতো বুঝ্‌তেই পাচ্ছি—কিন্তু কি ক'র্‌ব দেয়াশিনী—অনুরাগটা আমি কিছুতেই সাম্‌লাতে পাচ্ছি না। তোমাকে দেখে মনটা এমনি ক'র্‌ছে—কি ব'ল্‌ব দেয়াশিনী—ইচ্ছে ক'র্‌ছে তোমাকে একেবারে খেয়ে ফেলি।

কৃষ্ণ। (কৃত্রিম ভীতি প্রদর্শন) খাবে কি!—ও বাবা! খাবে কি!—

আয়ান। আর বাবা! বাবার চোদ্দপুরুষ ব'ল্‌লেও তোমায় আর ছাড়ছি না।

গীত।

"এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার—
গণ্ডযোগে জন্ম নিলে, সে হয় মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা ক'রে যাব॥
ডাকিনী যোগিনী দুটো, তরকারী বানায়ে খাব,
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্বরা দেব॥

(গোপীগণের প্রবেশ)

গোপীগণ। ওমা! একি! ক'রিস্ কি আয়ান! সরে যাও—সরে যাও—ও জটিলে, ও কুটিলে!—

আয়ান। যাক—দেয়াশিনী! এবারে বড় বেঁচে গেলে। কিন্তু বারান্তরে এলে—বুঝেছো?

কৃষ্ণ। বুঝেছি—বেশ বারান্তরে দেখা হবে।

আয়ান। বস্—তাহ'লে এবারটা তোমাকে আর খেলুম না—এবার—কালী বল মন—কালী বল।

[প্রস্থান।

১ম গোপী। ওমা! একি কপাল গো! দেয়াশিনী ঠাকু-রাণী—কোথায় ভক্তি ক'র্‌বে, না তাকে কিনা পথের মাঝে হাত দুটো উঁচু ক'রে—দাঁতপাটী বার ক'রে—

কৃষ্ণ। খেয়ে ফেল্‌ছিল আর কি!—

সকলে। ওমা! একি পাগলগো?

(জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

উভয়ে। কি! কি! ব্যাপার কি?

সকলে। ব্যাপার আবার কি! সর্ব্বনাশ হ'য়েছিল—

১ম, গোপী। এমন ছেলে গর্ব্ভে ধ'রেছিলে—গোকুল গিছ্‌লো।

উভয়ে। (প্রণাম) দয়াময়ী—দেয়াশিনী মা! কিছু মনে ক'রো না মা!

কৃষ্ণ। না—না—মনে ক'র্‌ব কেন? আমরা সন্ন্যাসী—আমাদের কি রাগ আছে?

জটিলা। না মা! তোমার রাগ হ'য়েছে মা!

৩য়, গোপী। রাগ হ'বে না! বলকি—একি সহজ কথা! ছেলের এমন ক্ষিধে যে, তেড়ে এসে মানুষ খায়। দেয়াশিনী মা! তোমার মাথায় হাত দিয়ে দেখ—কোন জায়গায় দাঁত বসেনি ত?

সকলে। ওরে বাবা—কি হাঁ ইত্যাদি কলরব।

জটিলা। ওমা, তোমার রাগ হ'য়েছে মা!—রাগ হ'য়েছে মা!

কৃষ্ণ। না, না—রাগ কেন হ'বে—রাগ কেন হ'বে?

সকলে। পায়ে ধর, পায়ে ধর—মায়ে ঝীয়ে পায়ে ধর।

জটিলা। না মা! ঠিক্ রাগ হ'য়েছে মা! ঠিক রাগ হ'য়েছে—ও কুটিলে মায়ের পায়ে ধর, পায়ে ধর।

কুটিলা। এসময় বউ কোথায় গেল?—মা! দাদা আমার পাগল-ছাগল মানুষ—কিছু মনে ক'রো না মা! মনে ক'রো না।

কৃষ্ণ। আঃ—ছাড়, পা ছাড়।

সকলে। ছেড়না, ঘরে নিয়ে যাও—গিয়ে বউকে ডেকে মায়ের সেবা শুশ্রূষা কর।

কুটিলা। (প্রণাম করিয়া) এদিকে ত চব্বিশ ঘণ্টাই বাইরে বাইরে বেড়াচ্ছেন— আর আজ কোথায় গেলেন—এসে দেয়াশিনী মাকে সান্ত্বনা করুক। বলি ও বউ—বউ (নেপথ্যে—কেন গা)।

(রাধার প্রবেশ)

কুটিলা। পায়ে ধর বউ—পায়ে ধর।

রাধা। কার?

কুটিলা। কার? কেন কি চোক নাই? সুমুখে মা দেয়াশিনী দেখ্‌তে পাচ্ছ না? পায়ে ধর বউ, পায়ে ধর,—কিছু মনে ক'রো না মা!

কৃষ্ণ। আহা! আহা! বেশ বধূটী ত তোমার গা!

কুটিলা। ওমা! ওর সোয়ামী মা—কিছু মনে ক'রো না—কিছু মনে ক'রো না।

সকলে। প্রণাম কর—প্রণাম কর।

কুটিলা। বল—মা! অপরাধ নিয়ো না।—পাগল ছাগল—

রাধা। পাগল ছাগল হ'তে যাব কেন?

সকলে। আহা! না হয় হ'লেইবা—হ'লেইবা—অপরাধ হ'য়ে গেছে—

রাধা। কি অপরাধ ক'রেছি—

সকলে। আহা! নাইবা ক'র্‌লে—নাই বা ক'র্‌লে—

কুটিলা। (রাধাকে ধরিয়া) নাও—ধর—পায়ে ধর—

সকলে। ধর—ধর, তোমার সোয়ামী মাকে খেতে গিয়েছিল—ধর ধর—

রাধা। আমার সোয়ামী খেতে গিয়েছিল! আহাহা! কি চরণ—আহাহা! কি কেশের শোভা—

কুটিলা। আশীর্ব্বাদ কর মা—ওর সোয়ামীকে আশীর্ব্বাদ কর।

কৃষ্ণ। ভাল, বউ, একবার মুখখানি তোলত, তোমার কপালটী একবার দেখি—ওঃ গুরুজন কাছে আছে, তাই মুখ তুল্‌তে লজ্জা ক'র্‌ছ?

সকলে। ওগো গুরুজন! স'রে এসো—স'রে এসো।

কৃষ্ণ। সাজিটী খুলিয়া, ফুলটী তুলিয়া,
বাঁধিয়া দিলাম চুলে।
আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥

আহাহা! কি রূপ—কি মুখখানি—কি চোক্—কি অঙ্গের গঠন! বড় লক্ষণযুক্তা বউ—

রাধা। দেয়াশিনী!

"এ কথা কহবি মোয়।
আমার হিয়ার, ব্যথাটী ঘুচয়ে,
তবেসে জানি যে তোয়॥

কৃষ্ণ। একটী শপথি, রাখহ যুবতী,
কহিতে বাসি যে ভয়।
পরপতি সনে, বেঁধেছ পরাণে,
ইহাই দেবতা কয়॥

রাধা। দেয়াশিনী! তোমার ঘর কোথা?

কৃষ্ণ। আমার ঘর, হয় যে নগর,
কহিব বিরল কথা।

দেখগা! তোমাদের এই বউটীর অনেক লক্ষণ! তা পথে দাঁড়িয়ে ত সব দেখা যায় না।—একটু বিরল—

সকলে। বিরলে নিয়ে যাও—

কুটিলা। বউ, তা হ'লে তুমি দেয়াশিনী মার হাত ধ'রে নিয়ে এস—আমি দোর আগলে ব'সে থাক্‌বো—কাউকে ঘরে ঢুক্‌তে দেব না।

চতুর্থ দৃশ্য

আয়ান।

আয়ান — গীত।

"তাই শ্যামারূপ ভাল বাসি।
কালী জগমনমোহিনী এলোকেশী॥
তোমায় সবাই বলে কালো কালী, আমি দেখি অকলঙ্ক শশী॥

কালী বল মন—কালী বল। কুটিলে আমাকে ঘাটী আগ্‌লাতে ব'লে গেছে।—বলে কালা ছোঁড়াটা রোজ রোজ এম্‌নি সময়ে এই পথ দিয়ে যায়। ঘন ঘন আমার ঘরের পানে চায়—বাঁশরী বাজায়। একবার কালামাণিককে ধ'র্‌তে পারি, তাহ'লে তার কাণটী পাক্‌ড়ে আঁকারে এক মোচড় দিয়ে দীর্ঘ ঈকার না ক'রে একেবারে কালী বানিয়ে ফেলি। কালী বল মন—কালী বল।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ওমা! কি ঘেন্না—কি লজ্জা! দেয়াশিনী সেজে কালা ছোঁড়াটা আমার চোকে ধূলো দিয়ে গেল! আমাকে পায়ে ধরালে—মাকে পায়ে ধরালে—শেষে কিনা আমাকে দোর আগলে ব'সিয়ে রেখে—দাদারই ঘরে ব'সে বউয়ের সঙ্গে আমোদ ক'রে গেল! কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লুম না—ভ্যাবা গঙ্গারাম হ'য়ে দোর আগ্‌লে ব'সে র'ইলুম। কি লজ্জা—কি ঘেন্না! সুবল এসে দূর থেকে বাঁশী বাজালে—আমি কেষ্ট মনে ক'রে ছুট্‌লুম—আর কেষ্ট কিনা আমার পেছুন দে ড্যাং ডেঙিয়ে বগল বাজাতে

বাজাতে চ'লে গেল! ঠাট্টা ক'রে গেল! বলে,—কিগো কুটিলে ঠাকরুণ!—সারাদিন দোর আগ্‌লে ব'সে র'ইলে—দেয়াশিনীর কাছে বক্‌সিস পেলে কি!—ওমা! কি লজ্জা!—ছোঁড়াটা এতদিন লীলা ক'র্‌ছে—একদিনও ধ'র্‌তে পার্‌লুম না! আচ্ছা আমিও দেখ্‌ছি—বাছাধন ক'দিন আমার সঙ্গে লুকোচুরী খেলে পালিয়ে যান।—আজ আমাবস্তের রাত—কালাচাঁদ এমন সুযোগ কি ছাড়্‌বে!—নিশ্চয় আস্‌বে। ভাইবোনে আজ ঘাটী আগ্‌লে আছি, আজ্‌কে ধ'র্‌বই ধ'র্‌বো।—ও দাদা!—দাদা!—

আয়ান। কি! কি!—

কুটিলা। ওই কালমাণিক আস্‌ছে না? আস্‌ছে—ঠিক আস্‌ছে—

আয়ান। (ইঙ্গিতে প্রস্থানের আদেশ) [প্রস্থান।

কুটিলা। ঠিক হ'য়েছে—এইবার দেখি দেখি যাদু—তুমি কোথায় যাও—

বারে বারে পাখী তুমি খেয়ে যাও ধান।
এই বারে পাখী তোমার বধিব পরাণ।

[প্রস্থান।

(নারদের প্রবেশ)

গীত।

জয় জয় বৃষভানু কিশোরী।
নাগরী, নাগরী, নাগরী—
কত প্রেমের আগরী সাগরী॥
নব গোরোচন, জিনিয়া বরণ,
তপত কাঞ্চন গোরী।

ইন্দীবর-বর, প্রবর অম্বর,
শোভিত নব কিশোরী।
নাগরী, নাগরী, নাগরী ॥
আঁখি যুগ চারু, চকোরী সঘন,
কাজর তাহে উজোরি।
তিল-ফুল-জিত, নাসাগ্র শোভিত,
মুকুতা উজোর কারী।
নাগরী, নাগরী, নাগরী ॥
জয় রাধে—জয় রাধে।

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

আয়ান। আর এই পাঁচন বাড়ী কাঁধে।

কুটিলা। আর এই প্রেম দড়া দিয়ে হাতে পায়ে বাঁধে।

নারদ। এই—এই—কর কি—কর কি! কে তোমরা?

আয়ান। বলি তুমি কে হে?

কুটিলা। তাইত তুমি কে?

আয়ান। ভদ্রলোকের বাড়ীর কাণাচে—

কুটিলা। অন্ধকারে গা ঢেকে—রাধে—রাধে, বলি তুমি কে? নাও—দাদা—ধর, ধ'রে একেবারে ওর মায়ের কাছে নিয়ে যাও। ওর মা বলে—ছেলের আমার সন্ধ্যে হ'লেই পাখীর চক্ষু বুজে আসে।

আয়ান। ছেলে যে পেচকপক্ষী তাতো মা জানে না।

কুটিলা। ওমা—ওমা! কোথায় গেলি শিগ্‌গির আয়।

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ধরা প'ড়েছে?

কুটিলা। এসে দেখ্‌না—যাদু একেবারে হতভম্ব হ'য়ে চুপ্‌। কালমাণিক মনে ক'রেছেন—অন্ধকারে আমরা ঠাওর ক'র্‌তে পার্‌বো না।

জটিলা। কি গো ভালমানুষের ছেলে!—ওমা!—এ কে?

নারদ। আমি নারদ।

কুটিলা ও আয়ান। য়্যাঁ!—

জটিলা। দূর আবাগী! দূর—যমুনায় ডুবে ম'রগে যা।—দোহাই বাবাঠাকুর, কিছু মনে ক'রো না, পাগল—পাগলী—তোমার দাস।

কুটিলা। একি হ'ল দাদা!

আয়ান। তাইত—কি হ'ল দিদি!

নারদ। আমিও ত বিস্মিত হ'চ্ছিলুম, তোমরা এসে আমাকে এমন ধরপাকড় ক'র্‌ছ কেন? বলি ব্যাপার খানা কি? তোমরা কাকে ধরবার জন্যে এসেছ?

জটিলা। আবাগী! কালা কালা ক'রে ঈর্ষেয় এমন অন্ধ হ'য়েছো যে, বাবাঠাকুরকে পর্য্যন্ত চিন্‌তে পার্‌লে না!

কুটিলা। চিন্‌তে পারি, না পারি, তোর কি—আমার খুসী চিন্‌বো, আমার খুসী না চিন্‌বো।

জটিলা। যমুনায় ডুবে ম'রগে যা—বাড়ীর কলঙ্ক টী টী ক'র্‌লি, দেবতারা পর্য্যন্ত জান্‌তে পার্‌লে!—দূর, দূর, শুধু দড়ী এনেছ কেন? একটা কলসী ওই সঙ্গে আন্‌তে পারিস্‌ নি—নিয়ে একেবারে যমুনায় যেতিস।—

কুটিলা। তাই চ'ল্‌লুম—

জটিলা। এখনি যা—এখনি যা, নে—আয় বোকা পাগল, চ'লে আয়। [কুটিলা ও জটিলার প্রস্থান।

নারদ। ব্যাপার খানা কি আয়ান?

আয়ান। তুমি কি ঠাকুর নারদ?

নারদ। তোমার কি বিশ্বাস হ'চ্ছে না?

আয়ান। না—তুমি কচ্ছপ—

নারদ। কচ্ছপ!

আয়ান। তা নয়ত কি—স্বয়ং কুর্ম্ম অবতার। এই দেখ্‌লুম কাল কুচ্‌কুচে—হাত পা গুটিয়ে—মাথা গুঁজে—যেন পাতখোলাটী সুড়্‌সুড় ক'রে সুমুখ দিয়ে যাচ্ছিলে—আর যেই ধর্‌লুম, অমনি পাকাদাড়ী গজালো—বীণা গজালো—কমণ্ডলু বেরিয়ে প'ড়ল। আরে ছ্যা—তুমি বড় বেরসিক। না হয় একটু কালাচাঁদ হ'য়ে থাকৃতে—না হয় একটু নন্দরাণীর কাছে ধ'রেই নিয়ে যেতুম। আরে ছ্যা—

(জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। আয়ান—ও বাপ শীগ্‌গির আয় শীগ্‌গির আয়, হতভাগা মেয়ে বুঝি যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেল—

আয়ান। দেখ দেখি ঠাকুর, মেয়েটা লজ্জায় যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেল। বড় বেরসিক—না হয় একটু কালাচাঁদ হ'তেই বা—আরে ছ্যা—

[জটিলা ও আয়ানের প্রস্থান।

নারদ। এরাই আছে ভাল। আর, সকলের চেয়ে আছে ভাল কুটিলা। কৃষ্ণের উপর ঈর্ষায় সে যেমন দিন নেই ক্ষণ নেই সর্ব্বকাল সমস্ত বস্তু কৃষ্ণময় দেখ্‌ছে, কই আমরা ত এতকাল জপতপ ক'রেও তা পার্‌লুম না।—হা হরি! আপনাকে ধরা দিতে তুমি যে কত প্রকার সাধনার ডোর রচনা ক'রেছ তা কে ব'ল্‌তে

পারে! ব্রজেশ্বরীর কৃষ্ণকলঙ্ক দেখ্‌তে আমি বিফল প্রয়াসে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর কুটিলা ঈর্ষা-পরবশা—আগে হ'তেই সে কলঙ্কের ঔজ্জ্বল্য নিরীক্ষণ ক'র্‌ছে।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। আপনারও কি ঈর্ষা করবার বড় অভিলাষ জন্মেছে?

নারদ। এই যে বৃন্দাও আছ দেখ্‌ছি।

বৃন্দা। না থেকে আর কোথায় যাব ঠাকুর! যে দুরূহ কাজে দাসীকে নিযুক্ত ক'রেছেন—আমার কি একদণ্ডও ঠাঁই ছেড়ে যাবার যো আছে। আপনার কৃষ্ণচন্দ্রের এখন আর দিন রাত্রি জ্ঞান নেই, মান অপমানের ভয় নেই। কাজেই আমাকে পথঘাট সাম্‌লে চ'লতে হচ্ছে।

নারদ। তা এখন কি ক'র্‌ছ?

বৃন্দা। ব্রজেশ্বর কুঞ্জে প্রবেশ ক'রে—ব্রজেশ্বরীর অদর্শনে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছেন। তাই শ্রীমতীকে সঙ্কেত ক'র্‌তে এসেছি। ঠাকুর—আপনিও একটু একার্য্যে যোগ দিন না।

নারদ। এখনি প্রস্তুত। কিন্তু এই দেখ্‌লুম ওরা সকলেই জেগে আছে। বিশেষতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের উপর সন্দেহে সকলেই সতর্ক হ'য়েছে। এরূপ সময় শ্রীরাধিকার আগমন কেমন ক'রে হবে বৃন্দা!

বৃন্দা। এইত উপযুক্ত সময়। রাক্ষসী ননদী অভিমানে যমুনায় ঝাঁপ দিতে গেছে। তার অর্থ আর অন্য কিছু নয়, কিছুক্ষণ ভাইকে মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্ধকারে বনের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে—ধরা দেবেনা। ধরা প'ড়তে প'ড়তে আমরাও ফিরে

আসব। আপনি যান, আমি শ্রীমতীকে সঙ্কেত ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—

(নারদের প্রস্থান)

গীত।

রতিসুখসারে, গতমভিসারে,
মদনমনোহরবেশং।
মা কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশং॥
ধীরসমীরে, যমুনাতীরে
বসতি বনে বনমালী॥
নামসমেতং, কৃতসঙ্কেতং,
বাদয়তে মৃদু বেণুং।
বহু মনুতে, ননু তে তনুসঙ্গত-
পবনচলিতমপি রেণুং॥
পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে,
শঙ্কিতভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং,
পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখরমধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং,
রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমিরপুঞ্জং,
শীলয় নীলনিচোলং॥

(ললিতা ও শ্রীরাধার প্রবেশ)

ললিতা। একি রাই! এমন সময় কোথা যাও? সর্ব্ব-নাশ ক'রোনা। এমন সময় ঘর থেকে বেরিও না। লোকে দেখ্‌লে মান যাবে। ফেরো রাই—ফিরে এস।

রাধা। কি করি ললিতা! এমন সময় কেমন ক'রে যাই ললিতা।

ললিতা। কোথায় যাবে রাই?

রাধা। কোথা যাবো? বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌ না কোথা যাব? শুন্‌তে পেলিনাকি বৃন্দা গীতচ্ছলে দূর থেকে কি সঙ্কেত ক'রে গেল?

ললিতা। শুনেছি—কিন্তু তাতে কি! কেমন ক'রে যাবে? রায়বাঘিনীর মতন পাপ ননদী পথ আগ্‌লে ব'সে আছে। ঘুট-ঘুটে আঁধার, স্বামী শ্বাশুড়ী—তারাও জেগে। তোমার ওপর সন্দেহ ক'রে সকলেই সতর্ক। ঘরে আছ কি না আছ জান্‌বার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে তারা এসে তোমার খোঁজ নিচ্ছে—তুমি ঘরে আছ কি না আছ দেখে যাচ্ছে, এমন সময়ে কেমন ক'রে ঘরের বাইরে পা দিয়েছ রাই!

রাধা। তা হ'লে কি হবে ললিতা! আমার শ্যাম যে আমার জন্য সঙ্কেতকুঞ্জে প্রতীক্ষা ক'র্‌ছেন।—ও ললিতা, কি হবে! কেমন ক'রে শ্যামকে দেখ্‌ব! ওই দেখ্‌তে পাচ্ছি—শ্যামসুন্দর কদম্ব কানন কুঞ্জে আমার আশাপথ চেয়ে ব'সে আছেন। আমাকে দেখ্‌বার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব, আমার কথা শোনবার জন্য তিনি আকুল। আমাকে স্পর্শ ক'র্‌বার জন্য প্রতি অঙ্গ তাঁর চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। কি হবে ললিতা! কেমন ক'রে শ্যামকে সুখী করি।

ললিতা। কেমন ক'রে যাবে, আমি যে কিছুই উপায় ঠাও-রাতে পাচ্ছি না রাই!—(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা। কি হ'ল! একি হ'ল ললিতা!

কদম্বের বন হৈতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি, কি মাধুর্য্য পদাবলি,
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখিরে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
কোথা কুলাঙ্গনা মন, গ্রহিবারে ধৈর্য্যপণ,
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥

ললিতা। রাই হে শুনিলে যাহে, অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে, হইলে তুমি বিমোহনে,
রহ নিজ চিতে ধরি স্নেহ॥

রাধা। বল সখী কেবা হেন, মুরলী বাজায় যেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু, কাঁপাইছে সব তনু,
প্রতি অঙ্গ শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে, কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি,
বিচারিতে না পারি যে ওর॥

আর আমি অপেক্ষা ক'র্‌তে পারিনা। সখী আমায় রক্ষা কর। রাধা নাম নিয়ে মুরলী বাজ্‌ছে—আমায় শ্যামের কাছে যেতে দাও। বাধা দিও না—দোহাই আমার পথরোধ ক'রো না।

ললিতা। উন্মাদিনী! সর্ব্বনাশ ক'রোনা। তুমি বড়র বউ—বড়র ঝি, বড় কুল—বড় মানসম্ভ্রম—নষ্ট ক'রোনা রাই—নষ্ট ক'রো

না। ফের—আজিকার মতন ফেরো—আজ রাত্রি প্রভাতে মিলনের উপায় স্থির ক'র্‌ব।—তোমার স্বামী ননদী শ্বাশুড়ী—সবাই শ্যামকে ধর্‌বার জন্য ছলা পেতে দাঁড়িয়ে আছে। দোহাই রাই—ঘরে ফিরে চল।

রাধা। তাইত—তাইত! সে কথাত মনে ছিল না। রাধানাথকে ধরবার জন্য পাপ ননদী যে, সহস্র চেষ্টা ক'র্‌ছে—চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।—

ললিতা। তাই বলি, রাধানাথের মর্য্যাদা রাখ্‌তে—নিজের মর্য্যাদা রাখ্‌তে আজকের মতন ঘরে ফেরো। (নেপথ্যে কলরব) ওই শোন, তোমার স্বামীর কণ্ঠ—ওই শোন পাপ ননদীর চীৎকার—ওই শোন শ্বাশুড়ীর তিরস্কার। ফিরে চল—ফিরে চল, দেখ্‌লে বিপত্তি ঘট্‌বে—লাঞ্ছনা গঞ্জনায় এ কোমল প্রাণ জর্জরিত হ'য়ে প'ড়্‌বে, ফেরো—রাই ফেরো।

রাধা। য়্যাঁ—ফির্‌বো—ঘরে ফির্‌বো!—তবে কি শ্যামকে দেখ্‌তে পাব না?

ললিতা। দেখ্‌তে পাবে না কেন? তবে আজ নয়। শ্যামের মঙ্গলের জন্য—তোমার মঙ্গলের জন্য ব'ল্‌ছি—আজ আর কোন মতেই নয়। ভবিষ্যতে মিলনের যদি প্রত্যাশা রাখ রাই, তাহ'লে আজ ফিরে চল। (নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা। আবার—আবার। ওই বাজে ললিতা—ওই শোন—আবার বাজে। কি মধুর—কি প্রাণোন্মাদকর বাঁশীর সুর। সুরের তরঙ্গে তরঙ্গে, জীবনের সমস্ত সাধ আমার নৃত্য ক'র্‌ছে। ডুবিয়ে দিয়োনা। দোহাই ললিতা—ডুবিয়ে দিয়ো না। কিন্তু আমি কূলে। আমার সাধের সঙ্গে সঙ্গে আমি কিছুতেই গা

ভাসান দিতে পাচ্ছিনি। (দীর্ঘশ্বাস) ললিতা! কি কাল-যমুনায় স্নান ক'র্‌তে গিছলেম!

এক কাল হৈল মোর নয়ালি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
(পুনঃ মুরলী ধ্বনি) আবার মুরলী!

ললিতা। হা যোগমায়া! কি ক'র্‌লে!—কৃষ্ণবিরহে রাই যে আমাদের উন্মাদিনী হ'লো। রক্ষা ক'র মা—রাইকে আমাদের রক্ষা কর। যদি রাইকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দিয়েছো—তখন তাকে মিলনসুখে বঞ্চিত ক'র্‌ছ কেন? রাই—রাই—উন্মাদিনী রাই! এই কি কুলবতীর কাজ?

রাধা। সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে, আপনা খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। এই যে—এই যে—বৃন্দাবনবিলাসিনী! তুমি এখানে—এখনও এখানে? এস—শীঘ্র দেখে এস—শ্যামের অবস্থাটা একবার স্বচক্ষে দেখে এস।

গীত।

(সখি) ঐ যে বাজে বাঁশী গোকুলে।
শুনিয়া হই আকুল, গেল গো কুল,
বুঝি রইতে না দিলে কুলে॥

একেত গোপেরি বালা, নাজানি বাঁশীর ছলা,
কি জানি কি অবলা মজালে ॥
শুনিয়া বাঁশীর গান, গৃহে নাহি রহে প্রাণ,
কুল মান অপমান সব যাই ভুলে ॥
কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি, যদি পাই সে বনমালী,
হয় হবে কলঙ্ক হবে কি করে কুলে ॥

[প্রস্থান।

(আয়ান ও জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। কি হ'ল রে—কুটিলাকে পেলিনি ?

আয়ান। কুটিলাকে ত পেলুম—কিন্তু বউকে পাচ্ছি না যে !

জটিলা। সে কি ? এই যে বউ ঘরে ছিল ?—

আয়ান। আর ঘরে ছিল—বউকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না যে—

জটিলা। সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে—বউ কোথা গেল ?

আয়ান। বউ আমার—অভিমানে ডুবে গেল নাত ?

(কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। ও কুটিলা ! বউ কোথায় গেল ?

কুটিলা। দাদা ! দাদা !—এবারে নির্ঘাত—যমুনার তীরে তমালকুঞ্জে ডুবতে গিয়ে সন্ধান এনেছি, শীগ্‌গির—শীগ্‌গির, একেবারে হাতে নাতে—আমোদের লহর চ'লেছে, শীগ্‌গির—শীগ্‌গির।

আয়ান। সত্যি !—সত্যি !

কুটিলা। চ'লে এস—চ'লে এস।

আয়ান। চল্‌—চল।

জটিলা। দেখিস্—আবার যেন কেলেঙ্কার ক'রিস্ নি।

কুটিলা। নে—তুই থাম্—ন্যাকা মাগী!

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

শ্রীরাধা, কৃষ্ণ ও সখীগণ।

রাধা। শ্যামসুন্দর, শরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণ ধন,
শ্যাম সে গলার হার॥

শ্যাম! এ অভাগিনীর যে তুমি ভিন্ন গতি নাই।

কৃষ্ণ। আমারই বা কই রাই!
উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী নয়ন তারা॥

রাধা। শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন, ভজন পূজন,
শ্যাম দাসী হ'লো রাধা॥

কৃষ্ণ। গৃহ মাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।

শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধাময় হলো আঁখি ॥

রাধা। শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি ॥

কৃষ্ণ। স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া, রাধাবল্লভ নাম,
পেয়েছি অনেক আশে ॥

মধুরং মধুরং মধুরং আহা! মধুতোঽপিচ মধুরং মধুরং মধুরং ॥

(নেপথ্যে—কঠোরং কঠোরং কঠোরং—
কালী বল মন—কালী বল)

রাধা। য়্যাঁ—য়্যাঁ!—কে আস্‌ছে?

বৃন্দা। সর্ব্বনাশ! কি হবে শ্যাম—কি হবে শ্যাম! রাইকে কি ক'রে রক্ষে করি শ্যাম!—ক্রুদ্ধ আয়ান উন্মত্তের মত ছুটে আস্‌ছে, এখনি প্রাণময়ী রাইয়ের লাঞ্ছনা হবে। কি হবে শ্যাম?

সকলে। কি ক'রে রাইয়ের প্রাণ বাঁচ্‌বে শ্যাম?—

কৃষ্ণ। তাইত বৃন্দে! কি করি! কি ক'রে রাইকে রক্ষা করি?

বৃন্দা। বিপদবারণ! তুমি কি ক'রে রক্ষা ক'র্‌বে আমি ব'লব?

কৃষ্ণ। ভয় নেই রাই—আশ্বস্তা হও—আমি তোমার জন্য আজ আয়ানের ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি ধারণ করি।

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ওই যে গো দাদা কালাচাঁদ—আর ওই যে রাধাবিনোদিনী!

আয়ান। কই কুটিলে আমি ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।

কুটিলা। ছি ছি ছি—কি ঘেন্না! কুলবতীর এই কাজ! নির্লজ্জা! কি ক'র্‌লি—নিষ্কলঙ্ক কুলে কালী দিলি!

আয়ান। কালী—কই কুটিলে কোথায় সে!—য়্যাঁ য়্যাঁ—একি একি—মা!—আনন্দময়ী—তুমি! বৃষভানুনন্দিনী তোমার পূজা করে! আমাকে গোপন ক'রে, মায়ের সাধিকা আমার স্বকীয়া শক্তি নিত্য নিত্য তোমার চরণসুধা পান করে!—মা! মা! শঙ্করী! কালভয়বারিণি! দনুজদলনি! কালী!

কুটিলা। ও কি ব'ল্‌ছ!—মা কই—কোথায় কালভয়বারিণী—কোথায় মা দনুজদলনী কালী? ওযে যশোদানন্দন কৃষ্ণ—গোপিকার কুল মজান কালাচাঁদ।

কৃষ্ণকালী মূর্ত্তি।

আয়ান। তবেরে সর্ব্বনাশী! নিত্য নিত্য মিথ্যা ক'য়ে—বৃষভানুনন্দিনীর উপর আমার ঘৃণা জন্মাবার চেষ্টা ক'রেছ!—তবেরে সর্ব্বনাশী!—(যষ্টি লইয়া তাড়ন)

কুটিলা। ওগো! মাগো! মেরে ফেল্‌লে গো!—

আয়ান। মা! মা! বিশালাক্ষী মুক্তকেশী! শুম্ভনিশুম্ভ-মথনে দুরন্ত অসুর ধ্বংস ক'রে একদিন তুমি সমস্ত দেবতাকে

অভয় দিয়েছো।—আজ আমি সন্দেহে অন্ধ হ'য়ে তোমার শরণাপন্ন। অভয়ে! অধম সন্তানকে অভয় দাও।

সখীগণের (গীত)

(ওলো সই) ঐ দেখ্‌লো কুঞ্জে যুগল কিশোর কিশোরী।
কি মাধুরী কি মাধুরী আ মরি মরি॥

(১ম সখী) ঐ দেখ্‌ একটী কাল, একটী গোর,
মেঘের কোলে চাঁদের আলো,

(২য় সখী) হেথা মত্ত ময়ূর প্রেমে গরগর
কোকিল পঞ্চম গায়—

(৩য় সখী) যত ফুল রাজি পবনহিল্লোলে
উড়ে পড়ে হু হু গায়—

সকলে { দোলে যুগল গলে মোহন মালা,
কটাক্ষে মন মোহে কালা,

১ম সখী। কিবা হাস্য সুধারাশি, করে মোহন বাঁশী,

সকলে { ঐ হাসিতে পরায় ফাঁসি
ঐ বাঁশীতে পরায় ফাঁসি

(রাই সনে) (রাই অঙ্গে) ঢ'লে ঢ'লে শ্যাম করিছে কেলী॥